ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-163 ■ 22 March, 2025 ■ আগরতলা ২২ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ৮ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ককবরক ভাষায় রোমান হরফের দাবিতে টিএসএফ'র

পথ অবরোধের জেরে দিনভর চরম দুর্ভোগের শিকার আমজনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। জনজাতি কল্যাণে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেও শর্ত বেমালুম ভুলে গেলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। দাবি পূরণের জন্য আন্দোলন করা যাবে না, ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ওই শর্ত সেদিন মানলেও আজ বেমালুম ভুলে গেলেন তিনি। ককবরক ভাষায় রোমান হরফের দাবিতে টিএসএফ-র রাজ্যব্যাপী অবরোধ আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে আগরতলায় সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ওই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, জনজাতি অংশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত না হলে তাঁরা হয়তো উগ্রপন্থার পথ বেছে নেবে।

ককবরক ভাষায় রোমান হরফের দাবিতে আজ সকাল থেকে সার্কিট হাউসের সামনে অবরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন টিএসএফ'র নেতা-কর্মীরা। এদিন পথ অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তিপরা মথার কর্মী সমর্থকরা। এদিন দাবির সমর্থনে আন্দোলনস্থলে গিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। এদিন তিনি অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।

পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রী দেববর্মণ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিপরা মথার ছাত্র সংগঠন নায্য দাবি জানিয়েছে আসছে। কিন্তু পূর্বতন সরকার থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের আমলেও এই দাবি পূরণ হয়নি। তিপ্রাসাদের ভাষা, উন্নয়নের দাবি পূরণের কথা আসলে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং বিজেপির সরকারের তালবাহানা শুরু হয়ে যায়। এদিন তিনি আরও বলেন, বিধানসভার বাইরে এবং ভিতরে আমার পূর্ন সমর্থন রয়েছে। কারণ, তরুণ ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোনো আপস করা যাবে না।ছাত্র ছাত্রীরা পাস না করলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। তারা ভুল পথে অগ্রসর হবে। তখন আপনারা আমাদের উগ্রপন্থী বলবেন। তিনি আরো বলেন, জোট তিপ্রাসাদের সঙ্গে। কোন পার্টি এবং সরকারের সাথে জোট হয়ে এই আন্দোলন নয়। আমি শাসক জোট শরিকের ক্ষমতা থেকেও তিপ্রাসাদের ভাবাবেগকে সর্মথন করি।

লংতরাইভ্যালি প্রতিনিধি: লংতরাইভ্যালি মহকুমায় বনধকে সফল করতে তিপ্রাসা কর্মীরা পিকেটিং শুরু করেছেন। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বনধকে সফল করতে উপসিত ছিলেন ধর্মঘটকারীরা। তাছাড়া, এডিসি এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন রেল লাইনেও পিকেটিং করেছে তিপরা মথার কর্মীরা। অবরোধের জেরে ভোগান্তির শিকার বিভিন্ন অফিস আদালতে যাওয়ার পথে কর্মচারীর থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। তাছাড়া, অবরোধের জেরে বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা দিতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দিন ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রোমান হরফে ককবরক লেখার দাবি জানিয়ে আসছে তিপরা মথা ছাত্র সংগঠন। একাধিকবার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনমুখীও হয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পর্ষদ সভাপতি, রাজ্যপালের নিকটও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমস্যা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবিকে সমর্থন জানালেন সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। টিএসএফ-এর দাবিকে সমর্থন করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর কথায়, আগে থেকেই কংগ্রেস ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি করে আসছে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভা বাজেট অধিবেশনে যাওয়ার পথে রাস্তায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে আটক করে টিএসএফ কর্মীরা। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রোমান হরফ ককবরক চালু করার পক্ষে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার কখনো ককবরক ভাষায় রোমান হরফে ব্যবহারের দাবিকে পাত্তা দেয়নি। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে সরকারও এই ব্যাপারে কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। কিন্তু আগের থেকে কংগ্রেস ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি করে আসছে। এদিন তিনি আরো বলেন, ১৯৬৮ সাল থেকে ককবরক ভাষা রোমান হরফে লেখার সুযোগ নিয়ে আন্দোলন চলছে। বিগত দিনে শ্যামা চরণ ত্রিপুরা কমিশন, পবিত্র সরকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে জন্য বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী

৩২৪২৩.৪৪ কোটির বাজেট পেশ ঘাটতি ৪২৯.৫৬ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ৩২৪২৩.৪৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বাজেটে ৪২৯.৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি ধরা হয়েছে। গত বছরের বাজেটের তুলনায় এবছর ৪৬১৮.৭৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট পেশ করার পর এদিন বিধানসভায় প্রেস কর্নারে সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে নতুন করের প্রস্তাব করা হয় নি। বরং, ১৯টি নতুন প্রকল্প ঘোষণার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং নারী ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্য বর্তমানে ২১৮৭৮.২৬ কোটি টাকা ঋণের বোঝা বইছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বামফ্রন্ট সরকারের অন্তিম বাজেটের সময়ে রাজ্য ১২৯০৩ কোটি টাকা ঋণে জর্জরিত ছিল।

এদিন অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে রাজ্যের নিজস্ব কর ৪০১০ কোটি টাকা রাজস্ব খাতে মিলবে বলে অনুমান করা হয়েছে। তেমনি, রাজ্যের নিজস্ব কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৫০৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এবছরের বাজেটে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট প্রতিক্রিয়া

সবকা সাথ, সবকা বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য পেশ করা বাজেট সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সর্বাঙ্গীণ বাজেট। রাজ্যের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে এটা উল্লেখযোগ্য বাজেট। শুক্রবার অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়ের বাজেট পেশ নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বাজেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমি অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও তরান্বিত করবে ঃ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ত্রিপুরার অর্থনীতিকে আরও তরান্বিত করবে। বিকশিত বাজেট রাজ্যের উন্নয়নের পথ সুগম করবে। আজ ত্রিপুরা বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় এইভাবেই বিজেপি আইপিএফটি তিপরা মথা জোট সরকারের প্রশংসা করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৭৮০৪.৬৭ কোটি টাকা বাজেট পেশ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বছরে ৩২৪২৩.৪৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, বলে জানান তিনি। রাজ্যের সমাজের অন্তিম ব্যক্তিদের কথা মাথয় রেখে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সকল স্তরের জনগণ উপকৃত হবেন ঃ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সমাজের সব অংশের জনগণের কথা চিন্তা করা হয়েছে। এই জনমুখী বাজেটের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, এই বাজেটে সমাজের সকল অংশের জনগণের কথা চিন্তা করে সকলের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজের গরীব, কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। তিনি বলেন, ১৩টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, কন্যা বিবাহ যোজনা, শস্য শ্যামলা যোজনা, মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ভাতা ইত্যাদি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিশাহীন বাজেট ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। বিজেপি সরকারের বাজেটের পরিমাণ বিশাল হলেও, বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা দেখিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, জনগণের প্রাপ্তি এবং রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই বাজেটের কোনো সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি, এবং এবারের বাজেটেও তা ঘটবে না। তিনি দাবি করেছেন, এই বাজেট রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, পরিকাঠামোগত সংস্কার, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং পশ্চাদপদ জনগণের জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে না।

জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, যুবকদের বেকারত্ব, ব্যবসায়ীদের আয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষায় রোমান হরফ টিএসএফ এর আন্দোলনের বিরোধিতায় আমরা বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের দাবিতে আজ সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় বনধের সমর্থনে আন্দোলনে নামে টিএসএফ। এই আন্দোলনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। আমরা বাঙালি দলের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার জনজীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছে। স্বল্প সময়ের এই নোটিশে সড়ক অবরোধের ফলে শিক্ষক পরীক্ষার্থী সহ অফিস কাছারি সহ রোগী এম্বুলেন্স সহ সবাই বিড়ম্বনায় পড়েছেন।এর দায় কে নিবেন। যেহেতু রাজ্য সরকারের শরীক দলের সংগঠন এর শাখা এই অবরোধের ডাক দিয়েছে তাই এর দায় সরকারকেই নিতে হবে বলে দাবি করেছে আমরা বাঙালী দল।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ত্রিপুরাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হচ্ছে বাঙালী। এছাড়াও আরো ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন আছে। এই উনিশটি সম্প্রদায়ের সকলের ভাষা ককবরক নয়। কিন্তু এই উনিশটি জাতির বেশীরভাগ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে এসেছে রাজ আমল থেকে। প্রত্যেকেই কম বেশি বাংলা ভাষায় কথা বলেন এবং পড়াশোনা করেছেন। আবার তাদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ হলো ককবরক ভাষীর লোক। এই ককবরক ভাষার উন্নয়নে তাদের যেমন অবদান আছে তেমনি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন ধরণের আপোস করা হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের বিষয়ে বিধানসভায় সরব হলেন তিপ্রা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। এদিন বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শূন্য সময়ে ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চান তিনি। পাশাপাশি বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মাও মুখ্যমন্ত্রীকে ককবরক ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের প্রকৃত উদ্বেগ বিবেচনা করে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার বক্তব্যের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ককবরক স্ক্রিপ্ট ইস্যুতে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সমস্যা সমাধানের সরকার। এই সরকার প্রতিটি মানুষের চিন্তাভাবনা, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে সম্মান করে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে কোন ধরণের আপোস করবে না সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবিষয়টি নিয়ে এর আগেও একাধিকবার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। রোমান স্ক্রিপ্ট কেন এবং দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নয় কেন সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এনিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, তবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এনিয়ে আন্দোলনও করা হয়েছে, কিছু নেতৃত্ব আমার সাথে দেখা করেছিলেন। দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে এই স্ক্রিপ্ট ইস্যুটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আমরা এবিষয়টি অবশ্য সমাধান করবো। ককবরক স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে ইন্ডিজেনাস হলেও আপত্তি নেই বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার সমাধানের সরকার। সমস্ত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং ভাষাকে সম্মান করে এই সরকার। এনিয়ে আমরা একটি চূড়ান্ত সমাধান করতে চাই। এই বছর সিবিএসই পরীক্ষায় প্রায় ১, ৪১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১, ৩৩৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এরমধ্যে ৭৩ জন অংশ নেয়নি। যদি ইনভিজিলেটর ঠিকভাবে বুঝাতে পারেন তবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের ককবরক ভাষা পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ককবরক ভাষা বিষয়ের পরীক্ষার সময় প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের যথাযথ সংখ্যক পর্যবেক্ষক/ইনভিজিলেটর নিয়োগ করার জন্য জানানো হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকদের সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী

৫০ হাজার পরিবারকে সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনার লক্ষ্য ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী সূর্য্য ঘরঃ মুফত বিজলী যোজনা- একটি পরিবেশবান্ধব ঐতিহাসিক প্রকল্প। যার মূল উদ্দেশ্য বাড়ির ছাদ বা টিনের চাল ব্যবহার করে সৌর ক্ষমতার অংশীদারিত্ব বাড়ানো এবং আবাসিক পরিবারগুলিকে তাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্ষমতায়িত করা। আজ বিধায়ক অভিষেক দেবরায় আনিত বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। বেসরকারি প্রস্তাবটি হল "ত্রিপুরা রাজ্যের আবাসিক বিদ্যুৎ ভোক্তা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ শতাংশ

মহার্ঘভাতা ঘোষনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। রাজ্য সরকারের কর্মচারি ও পেনশনারদের জন্য আরও ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনের প্রথমার্ধে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই ঘোষণা দেন।

অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহরায় ২০২৫-২৬

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই তপ্ত বিধানসভা, বিরোধীদের ওয়াকআউট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। বাজেট অধিবেশনের প্রথমদিনেই উত্তপ্ত বিধানসভা। প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম-এর বিধায়করা রাজ্য বিধানসভা থেকে এদিন ওয়াকআউট করেন। বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধেই পাল্টে যায় বিধানসভার চেহারা। সিপিআইএম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের বক্তৃতা শেষ করার জন্য আরো সময় বরাদ্দ করতে আপত্তি জানান স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন। আর তাতেই প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেন বাম বিধায়করা।

বিধায়ক দীপঙ্কর সেন তাঁর উত্থাপিত বেসরকারি সদস্য প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখছিলেন। তাঁর প্রস্তাবের বিষয় ছিল রাজ্য বিধানসভায় এমজিএনরেগা মজুরি ৩৪০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং বছরে কমপক্ষে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২২ মার্চ,২০২৫ ইং
৮ চৈত্র, শনিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অরণ্যের সঙ্গে মানুষের সংঘাত

মানুষ প্রকৃতিকে শাসন করিতে করিতে অরণ্যকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই পরের সুনামি যদি পৃথিবীর কোথাও হয়, অরণ্য স্রেফ মাথা নিচু করিয়া ভবিতব্য মানিয়া নিবে। না হইলে গানের কলিটাই হয় তো বদলাইয়া গিয়া হইবে, 'রোদন ভরা এ অরণ্য'!
রুডইয়ার্ড কিপলিং আর বুদ্ধদেব গুহের মাধ্যমেই আমাদের অনেকেরই প্রথম জঙ্গলের সঙ্গে পরিচয়। ১৯৭১ সালে, ইউরোপীয় কৃষি কনফেডারেশনের ২৩তম সাধারণ অধিবেশনে 'বিশ্ব বন দিবস' প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতি বছর ২১ মার্চ দিবসটি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। গাছের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য এই অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া

হইয়াছিল।২০১২ সালে, ২৮ নভেম্বর, আন্তর্জাতিক বন দিবস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২১ মার্চ এটি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তীতে, রাস্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ দুটি আন্তর্জাতিক স্মারক, অর্থাৎ বিশ্ব বন দিবস এবং আন্তর্জাতিক বন দিবসকে একত্রিত করিয়া প্রতি বছর ২১ মার্চ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বন, গাছ এবং উদ্ভিদের মূল্য বোঝা প্রয়োজন। কারণ এগুলো কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া, স্থানীয় কর্মসংস্থান প্রদান করিয়া আয়ের উৎস তৈরি করে। ২০২৫ সালের থিম: 'বন এবং খাদ্য' মানুষের বাচিয়া থাকা এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ অরণ্য অক্সিজেন সরবরাহ করে, কার্বন সঞ্চয় করে এবং জীববৈচিত্র্যকে সমর্থন করে। এর উদ্দেশ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, জীবিকা এবং জলবায়ু কর্মকাণ্ডে বনের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'দি জাঙ্গল বুক' বইটি। আর সেই গল্প সংগ্রহের মধ্যে থাকা মোগলি চরিত্রটি অবাক করিয়াছিল সারা পৃথিবীর মানুষকেই। জঙ্গলে একদল পশুপাখির ছত্রছায়ায় মানুষ হইয়াছে সেই ছেলেটি। আর এই বই প্রকাশিত হওয়ার ঠিক পরের বছরেই ঘটিয়া যায় একটি মৃত্যু। মৃতের নাম দিনা সানিচার।
আপাতদৃষ্টিতে এই দুই ঘটনার কোনো যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখন যদি বলি, এই দিনা সানিচার আসলে লেখকের মোগলি চরিত্রটির অনুপ্রেরণা? হ্যাঁ, বেশিরভাগ গবেষক অন্তত তেমনটাই মনে করেন। সালটা ১৮৬৭।
উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলার একটি জঙ্গলে অদ্ভুত জানোয়ারের সন্ধান পান গ্রামবাসীরা। আর তাহার পিছনে ধাওয়া করিয়াই পৌঁছিয়া যান একটি গুহার কাছে। কিন্তু ধোঁয়ার সাহায্যে সেই গুহা থেকে যখন প্রাণীটিকে বের করিয়া আনা হল, তখন অবাক হইলেন প্রত্যেকেই। কারণ প্রাণীটা অন্য কিছু নয়, একটি মানুষ। বছর ছয়েকের একটি বালক। অথচ সভ্য জীবনের সঙ্গে তাহার কোনো যোগাযোগই নাই। ছোট থেকেই সে মানুষ হইয়াছে এই জঙ্গলে একদল নেকড়ের মধ্যে। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অরন্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। অন্যথায় একদিন মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইবে না। বন দিবসে ইহাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় হল ক্যালসিয়াম

শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান হল ক্যালসিয়াম। হাড়, পেশীকে শক্তিশালী করতে ক্যালসিয়াম খুবই জরুরি। হার্ট ভাল রাখতে, শরীরে- সমতা বজায় রাখতে, দাঁত ঠিক রাখতে এবং পেশীর সংকোচন প্রসারণে ভূমিকা রয়েছে ক্যালসিয়ামের। ওজন কমাতেও কিন্তু গুরুত্ব আছে এই ক্যালশিয়ামের। ছোটদের তাই প্রথম থেকেই ক্যালসিয়াম ডায়েটে রাখা উচিত।
নইলে তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এছাড়াও শৈশব থেকে হাড়ের গঠন মজবুত করতে প্রয়োজন আছে ক্যালসিয়ামের। অনেকের ধারণা শুধুমাত্র দুধ ক্যালসিয়ামের শ্রেষ্ঠ উৎস। তবে দুধ ছাড়াও আরও বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যে খাবার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। সম্প্রতি পুষ্টিবিদ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় বিশেষ একটি পোস্ট করেছেন। যেখানে তিনি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ আরও কিছু খাবারের হদিশ দিয়েছেন। কালো তিল- কালো তিলের মধ্যে আচে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, আছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং হেলদি ফ্যাট। এই কালো তিল দিয়ে সাধারণত চিকি বানানো হয়। আর এই তিল দিয়ে বানানো হয় প্রোটিন লাড্ডুও। গুড়, তিলের লাড্ডু বানাতেও এই তিল ব্যবহার করা হয়। বাচ্চাদের যদি রোজ এই তিলের নাড়ু খাওয়ানো হয় তাহলে খুবই ভাল। এছাড়াও সাদা তিল বেটে খাওয়া যেতে পারে। দই- রোজ একবাটি করে টকদই খেলে শরীরে অনেক উপকারে লাগে। শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে দই রোজ খান। ব্রেকফাস্টে দই চিঁড়েও খাওয়া যেতে পারে।
ডাল- রোজ যে কোনও ডাল একবাটি করে খান। রাজমা, কাবুলি চানা, সবুজ মুগ এসব ডালের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। সাধারণ মসুর ডালে টমেটো, পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করুন। এতে খেতে ভাল লাগবে সেই সঙ্গে শরীর ক্যালশিয়ামও পাবে।
সবুজ শাক -সবজি- মেথি, ব্রকোলি, মূলো, পালং এসবের মধে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম থাকে। ধনেপাতার মধ্যেও থাকে ক্যালসিয়াম। পুদিনা, ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে চাটনি বানিয়ে খেলেও অনেক উপকার পাওয়া যায়।
বাদাম- খেজুর, আমন্ড রোদ খান। সকালে ঘুম থেকে উঠে একমুঠো আমন্ড আর খেজুর খেলে সেখান থেকে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বিকেলে স্ন্যাক্স হিসেবেও খাওয়া যেতে পারে এই বাদাম।

এক অজানা কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের

মৃত্যু সম্পর্কে যখন নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি জানতে চাই জীবনের পরপারে কী আছে? তখন তিনি বলেছিলেন, "নচিকেতা, তুমি আমার কাছে যা কিছু জানতে চাও, আমি সব তোমাকে বলব। কিন্তু সেই অদৃশ্যলোকে, মানুষ যেখানে গমন করে - সেই লোকের কথা তুমি আমার কাছে জানতে চেয়ো না।
তোমাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য দান করে দিচ্ছি, যত ভোগের উপকরণ আছে, সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। অজস্র অশ্ব দিচ্ছি, সুন্দরী রমণী দিচ্ছি, প্রচুর অর্থ দিচ্ছি, রাজসিংহাসন দিচ্ছি - কিন্তু তুমি আমাকে মৃত্যু সম্বন্ধে, জীবনের ওপারে মৃত্যুর সেই অন্ধকার-লোকে কী আছে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কোরো না।"
এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি আবিষ্কার করা গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে - আমরা যে আত্মার বিশ্বাস করি, সেই আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। একথা মুখে বলা খুবই সহজ, অভ্যাস করা খুব কঠিন। সেজন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, তোমরা মৃত্যু-সচেতন হও। কেন মৃত্যু-সচেতন হতে বলছেন তিনি? এইজন্যই বলেছেন যে মানুষ বড় জীবনকে অঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ধনী

হোক, দরিদ্র হোক, পথের পাশে পড়ে থাকা কোনও ভিখারী হোক - সে কিন্তু চায় বাঁচতে। কিন্তু বাঁচা শব্দটার অর্থ আমরা কেউই জানি না। বাঁচা মানে আমরা যেটুকু ব্যাখ্যা করি বা বুঝি, সেটুকু হচ্ছে একটা অভ্যাসের চাকায় আবর্তিত হওয়া। রোজ সকাল আসবে, রাত্রি আসবে - আবার সকাল আসবে, আবার রাত্রি আসবে - এবং আমরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাব। মৃত্যুর দিকে মানে কী? অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া - অর্থাৎ আমি যে আমিটাকে আঁকড়ে ধরে আছি; এই আমির পরিচয় - আমি যে নাম বলি, আমার যে ঠিকানা বা জীবিকা বা পেশা ইত্যাদি যেমন বস্তু দিয়ে এই আমিটি গঠিত হয়েছে। সেই আমিটি আমি হারিয়ে ফেলব একদিন। এবং সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক।

আমার ছিল - এই ছিল, সেই ছিল, বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, অমুক ছিল, তমুক ছিল। এই আমার, আমার - এই বস্তুগুলোকে ছেড়ে চলে যেতে আমাদের বড় বেদনা হয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন এটি হচ্ছে বাপু তোমার কাঁচা আমি - যে আমি বলে যে এই পৃথিবীতে আমার যে সমস্ত বস্তু চিহ্নিত হয়ে আছে, সেগুলি আমার এবং এতে কারোর অধিকার নেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এটা তোমার কাঁচা আমি।
তার কারণ, এর কোনোটিই তোমার নয়। তুমি যে মুহূর্তে চোখ বুজবে - কোথায় তোমার বাড়ি, কোথায় তোমার গাড়ি, কোথায় তোমার ঘর? কোথায় তোমার স্ত্রী - পুত্র - পরিবার? কিছুই নেই। যদি জীবনের প্রথম স্তরেই আমরা এই ধারণাটি করে নিতে পারি যে এই পৃথিবীতে যা কিছু আমি আমার বলে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি, সেগুলোর কোনোটিই আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না; অতএব, এগুলোর সবই হচ্ছে অনিত্য বস্তু।
অনিত্য বস্তু মানে কী? আমার অনস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে যেগুলোর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। সেই বস্তুগুলোকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অনিত্য বস্তু। আর কোন বস্তুটি নিত্য? যে বস্তুটি আমি চলে যাবার পর থাকবে, যে বস্তুটিতে গিয়ে আমি হাজির হব; সেই বস্তুটি নিত্য। তিনি কে? সেই নিত্যবস্তুটি বলছেন, তিনি ঈশ্বর। কেন ঈশ্বর? কেমন ঈশ্বর?
বললেন, তাঁকে তুমি রূপে কল্পনা করো। তাঁর অনেক রূপ আছে। তুমি যদি জ্ঞান দিয়ে তাঁকে ধরতে চাও, তাহলে তিনি জ্ঞানী। তিনি কখনও সাকার, কখনও নিরাকার। এবং এই ঈশ্বরকে তুমি যে আখ্যায়ই ভূষিত করো না কেন, তিনি ঠিক সেই রূপেই তোমার সামনে হাজির হবেন। তোমার বিশ্বাসে ঠিক সেই ভাবেই ধরা দেবেন।
এবং তুমি যদি নাস্তিকও হও, সেই নাস্তিককেও তিনি বলছেন ঘোরতর আস্তিক। তার কারণ, তিনি একটা জিনিসকে ফেলে দিতে চাইছেন - সেটা হচ্ছে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। অতএব আমার সংগ্রাম তাঁর সঙ্গে।

হিন্দুধর্মের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বার

ভারতের অন্যতম পবিত্র স্থান হরিদ্বার। হিন্দুদের কাছে পবিত্রভূমি হরিদ্বার। কিংবদন্তি অনুযায়ী, এখানেই দেবী গঙ্গা ভগবান শিবের চুল থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীতে নেমেছিলেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তে গোমুখ থেকে উতন্ন হয়ে, উত থেকে ২৫৩ কিলোমিটার চলে, হরিদ্বারে প্রথমবারের জন্য সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রবেশ করে।
সেখান থেকেই এই শহরটির প্রাচীন নাম হয়েছে গঙ্গাদ্বার।
হরিদ্বার বা হরদ্বারকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে সপ্তপুরী নামে পরিচিত সাতটি পবিত্রতম স্থানের একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সমুদ্রমন্থন অনুসারে, উজ্জয়িনী, নাশিক এবং প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ)-সহ হরিদ্বার এমন চারটি স্থানের মধ্যে একটি যেখানে অমৃতের বিন্দু, (যা অমরত্ব প্রদান করে) পড়েছিল।
পুরান বর্ণিত কিংবদন্তি আছে যে মহাজাগতিক পাখি গরুড় অমৃতের কলস বহন করার সময় দুর্ঘটনাক্রমে অমৃত ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি কুম্ভমেলায় অভিব্যক্ত হয়েছে, যা প্রতি ১২ বছরে একবার হরিদ্বারে পালিত হয়। হরিদ্বার কুম্ভ মেলা চলাকালীন, লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী, ভক্ত এবং পর্যটকরা মোক্ষ অর্জনের জন্য এবং তাদের স্খালন করার জন্য গঙ্গা নদীর তীরে ধর্মীয় স্নান করতে হরিদ্বারে জমায়েত হয়। ব্রহ্ম কুণ্ড হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে অমৃত পড়েছিল। এটি হর কি পৌরিতে অবস্থিত (আক্ষরিক অর্থে, 'প্রভুর পদবিন্যাস') এবং হরিদ্বারের সবচেয়ে পবিত্র ঘাট হিসাবে বিবেচিত হয়। হরিদ্বার ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিকাশের একটি বর্ণময় চিত্র উপস্থাপন করেছে। পবিত্র রচনায় এটি আলাদাভাবে কপিলস্থান, গঙ্গাদ্বার এবং মায়াপুরী নামে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও এই অঞ্চলটি চারধাম (উত্তরাখণ্ড ভ্রমনের চারটি মূল স্থান যেমন, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রি) ভ্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত।
পরবর্তীকালে শৈবরা (ভগবান শিবের অনুগামী) এবং বৈষ্ণবরা (ভগবান বিষ্ণুর ভক্তরা) এই স্থানটিকে যথাক্রমে হরদ্বার এবং হরিদ্বার বলে পৃথকভাবে ডাকে, কারণ হর হলেন শিব এবং হরি হলেন বিষ্ণু। এই স্থানের ধর্মীয় মহাত্মের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরা এখানে দর্শন করতে আসেন। ভারতের অন্যতম পবিত্র স্থান হরিদ্বার।

হিন্দুদের কাছে পবিত্রভূমি হরিদ্বার। কিংবদন্তি অনুযায়ী, এখানেই দেবী গঙ্গা ভগবান শিবের চুল থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীতে নেমেছিলেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তে গোমুখ থেকে উতন্ন হয়ে,

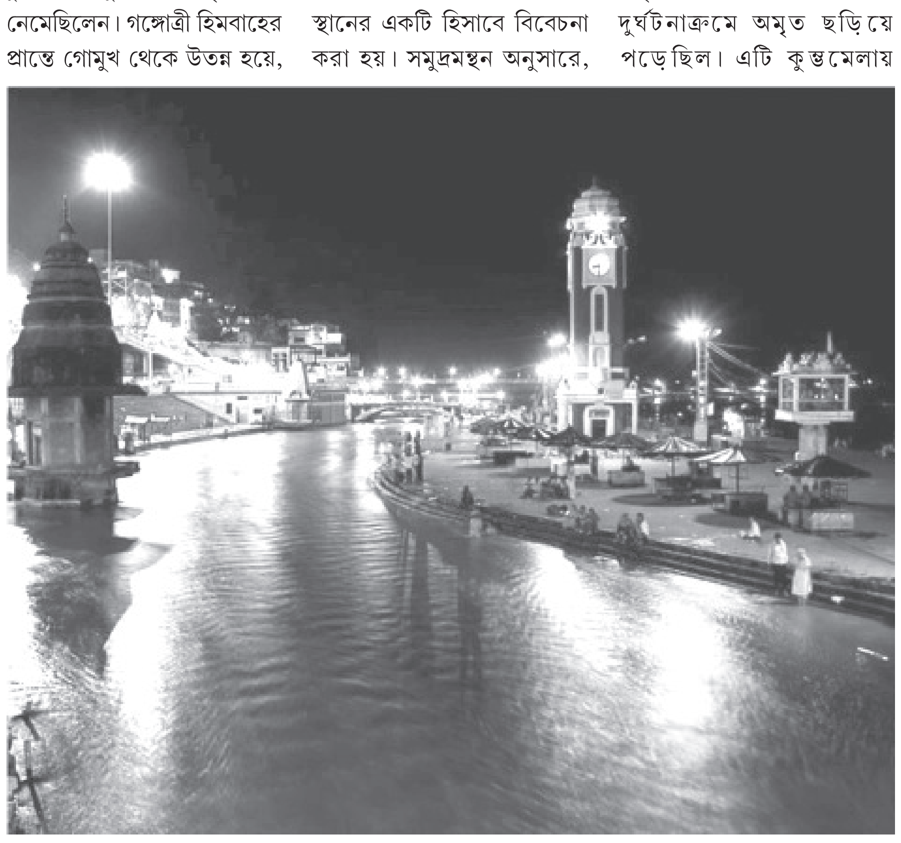

উত থেকে ২৫৩ কিলোমিটার চলে, হরিদ্বারে প্রথমবারের জন্য সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রবেশ করে। সেখান থেকেই এই শহরটির প্রাচীন নাম হয়েছে গঙ্গাদ্বার। হরিদ্বার বা হরদ্বারকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে সপ্তপুরী নামে পরিচিত সাতটি পবিত্রতম স্থানের একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সমুদ্রমন্থন অনুসারে, উজ্জয়িনী, নাশিক এবং প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ)-সহ হরিদ্বার এমন চারটি স্থানের মধ্যে একটি যেখানে অমৃতের বিন্দু, (যা অমরত্ব প্রদান করে) পড়েছিল। পুরান বর্ণিত কিংবদন্তি আছে যে মহাজাগতিক পাখি গরুড় অমৃতের কলস বহন করার সময় দুর্ঘটনাক্রমে অমৃত ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি কুম্ভমেলায় অভিব্যক্ত হয়েছে, যা প্রতি ১২ বছরে একবার হরিদ্বারে পালিত হয়। হরিদ্বার কুম্ভ মেলা চলাকালীন, লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী, ভক্ত এবং পর্যটকরা মোক্ষ অর্জনের জন্য এবং তাদের স্খালন করার জন্য গঙ্গা নদীর তীরে ধর্মীয় স্নান করতে হরিদ্বারে জমায়েত হয়। ব্রহ্ম কুণ্ড হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে অমৃত পড়েছিল। এটি হর কি পৌরিতে অবস্থিত (আক্ষরিক অর্থে, 'প্রভুর পদবিন্যাস') এবং হরিদ্বারের সবচেয়ে পবিত্র ঘাট হিসাবে বিবেচিত হয়। হরিদ্বার ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিকাশের একটি বর্ণময় চিত্র উপস্থাপন করেছে। পবিত্র রচনায় এটি আলাদাভাবে কপিলস্থান, গঙ্গাদ্বার এবং মায়াপুরী নামে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও এই অঞ্চলটি চারধাম (উত্তরাখণ্ড ভ্রমনের চারটি মূল স্থান যেমন, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রি) ভ্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। পরবর্তীকালে শৈবরা (ভগবান শিবের অনুগামী) এবং বৈষ্ণবরা (ভগবান বিষ্ণুর ভক্তরা) এই স্থানটিকে যথাক্রমে হরদ্বার এবং হরিদ্বার বলে পৃথকভাবে ডাকে, কারণ হর হলেন শিব এবং হরি হলেন বিষ্ণু। এই স্থানের ধর্মীয় মহাত্মের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরা এখানে দর্শন করতে আসেন।

কাশ্মীর সমস্যার 'ভিলেন' কি নেহরুই ?

বিশ্বদীপ দে।। কাশ্মীর স্বাধীনতার আমল থেকে এই নামটি উচ্চারিত হওয়া মানেই যেন বিতর্কের মেঘ ঘনিয়ে আসা। ২০১৯ সালের আগস্টের পর ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পর সেই ইতিহাস নিয়ে চর্চায় আরও গতি এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তান বারবার চেষ্টা করে গিয়েছে এই ইস্যুতে ভারতকে চেপে ধরতে। কিন্তু তাদের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে ভারত জানিয়ে দিয়েছে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই বিষয়ে নাক গলানোর ন্যূনতম অধিকারও নেই ইসলামাবাদের। সেই সঙ্গে নয়াদিল্লি জোরের সঙ্গে জানিয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরও ভারতেই অংশ। সব মিলিয়ে হালফিলে কাশ্মীর বিতর্ক নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে বারবার।
আর আলোচনা একবার শুরু হলেই দেশের স্বাধীনতার সমসাময়িক সেই ইতিহাস নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায়। কী করে সৃষ্টি হল কাশ্মীর সমস্যার? এর জন্য দায়ী কি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের দখল করে নেওয়া কাশ্মীরের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা যায়নি? এই সব প্রশ্ন ও তার নানা ধরনের উত্তর ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। এই লেখায় আমরা সেই দিকগুলি একবার ফিরে দেখব। বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব সেই সময়ের ঘটনাবলি। খোঁজার চেষ্টা করব, সতিই কি নেহরুর জনই সৃষ্টি হয়েছিল ওই পরিস্থিতির?
ব্রিটিশরা যখন ঘোষণা করল তারা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, সেই সময় তৈরি হয়েছিল এক আশঙ্কাও! আসলে ভারতে দেশীয় রাজ্য ছিল ৫৬৫টি। তারা সেই অর্থে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই ৫৬৫টি করদ রাজ্য তথা 'প্রিন্সলি স্টেট' প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষের ৪৮ শতাংশ অংশ জুড়ে ছিল। ইংরেজরা যখন ঘোষণা করে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, তখন এই প্রদেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের যে চুক্তি তারও সমাপ্তি ঘোষিত হয়।
ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির সুযোগ ছিল ভারত কিংবা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে স্বাধীন থেকে যাওয়ার।
আর এই প্রশ্নেই সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন কাশ্মীরের রাজা হরি সিং। কখনও বম্বের রেসকোর্স, কখনও কাশ্মীরের অরণ্যে শিকার খেলা এই নিয়েই মত্ত ছিলেন তিনি। তার ফাঁকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি স্বাধীনই থাকতে চান। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের। তিনি নিজে গিয়ে আলোচনা করতে চান হরি সিংয়ের সঙ্গে। প্রাথমিক কতাবার্তাও হয়। কিন্তু যেদিন স্রেফ দু'জনের মুখোমুখি আলোচনায় বসার কথা, সেদিন মহারাজা জানিয়ে দেন তাঁর পেটব্যথা। তিনি আলোচনা করবেন না। আসলে এভাবেই তিনি পাশ কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিষয়টি। এর মধ্যেই এসে পড়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কাশ্মীর নিয়ে তখনও মীমাংসা হয়নি। এদিকে পাকিস্তানের পাশতুন উপজাতি বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীর করে বসে এরপরই। বাধ্যত মাউন্টব্যাটেনের দ্বারস্থ হন হরি সিং। এর পরই মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনে' স্বাক্ষর করেন তিনি। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এতদিন যে লড়াইয়ে পাশতুন বাহিনীর সঙ্গে লড়ছিল 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর স্টেট ফোর্সেস', এবার সেই লড়াইয়ে অংশ নিল ভারতীয় সেনা। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর শুরু হয় যুদ্ধ। চলেছিল ১ বছর ২ মাস ২ সপ্তাহ সময়কাল ধরে। পরে ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। তবে তার আগে ১৯৪৮ সালেই যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। যুদ্ধবিরতির পর নিয়ন্ত্রণরেখা তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু জারি থেকে যায় বিতর্ক। পাক অধিকৃত কাশ্মীর আর পুনরুদ্ধার করা যায়নি। যা নিয়ে আজও প্রশ্ন ওঠে। কেন সেই সময় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন নেহরু?
মাত্র কয়েকদিন আগে, ৮ মার্চ ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে কিছু গোপন নথির। যে সূত্রের কথা জানিয়ে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নেহরু যে সেই সময় আচমকাই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করে দেন এর পিছনে ছিলেন তৎকালীন কমান্ডার-ইন- চিফ জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস রবার্ট রয় বুচার। তিনি নেহরুকে জানিয়েছিলেন, যুদ্ধরত সেনা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় আর 'অলআউট' যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি জানিয়েছিলেন একদিকে জুনিয়র অফিসারদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব, ক্লান্তি। অন্যদিকে বাকি র্যাঙ্কের অফিসারদের মধ্যেও উদ্দীপনার ঘাটতি। এককথায় বলতে গেলে, এই মুহূর্তে বিশ্রাম প্রয়োজন সেনার।
তাঁর এই চিঠির উত্তরে নেহরু উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান যে কোনও সময় ভারতে বোমা ফেলতে পারে আকাশপথে। পাশাপাশি পাকিস্তান রাস্তাও তৈরি করছে কাশ্মীরের সীমান্তে। এই আশঙ্কার জবাবে জেনারেল বুচার লেখেন, 'আমার ভয়, এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের এই রাস্তা নির্মাণ রুখতে সেনাকে ব্যবহার করা সমস্যার। আমি মনে করি, এই সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক উপায়ে করা উচিত।' জেনারেল বুচারের এই যুক্তিই শেষ পর্যন্ত মেনে নেন জওহরলাল নেহরু। যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এরপর সেই বছরই 'স্পেশাল স্টেটাস' দেওয়া হয় জম্মু ও কাশ্মীরকে। ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পর নতুন করে শুরু হয়েছে সেই বিতর্ক। মোদি সরকার কাঠগড়ায় তুলেছে নেহরুকেই। এই পরিস্থিতিতে গার্ডিয়ান প্রকাশিত নথি ঘিরে বিতর্ক নতুন মাত্রা পাচ্ছে বলাই বাহুল্য।
এর মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা জানিয়ে দিয়েছেন, "অখণ্ড ভারত এবার সতিই হবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংসদে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেটা এবার পূরণ করা হবে। পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ বৈষ্ণো দেবী ও বাবা অমরনাথের আশীর্বাদধন্য হবে।" তাঁর এহেন হুঁশিয়ারি নতুন করে বুঝিয়ে দিচ্ছে দশকের পর দশক পেরিয়ে আজও কাশ্মীর এমন এক ইস্যু, যা জ্বলন্তই রয়ে গিয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর শুক্রবার আগরতলায় এক সেমিনার আয়োজিত হয়।

রাজ্যের অধিকারের জন্য ন্যায্য সীমানা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২১ মার্চ (হি.স.): রাজ্যের অধিকারের জন্য ন্যায্য সীমানা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জোর দিয়ে বললেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির বৈঠকের আগে শুক্রবার স্টালিন বলেছেন, 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন!

ন্যায্য সীমানা নির্ধারণের উপর যৌথ অ্যাকশন কমিটির বৈঠকে আমাদের সঙ্গে যোগদানকারী কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং পঞ্জাবের নেতাদের আমি আন্তরিক স্বাগত জানাই।

৫ মার্চের সর্বদলীয় বৈঠকটি ছিল একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত, যেখানে তামিলনাড়ুর ৫৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তাদের মতপার্থক্য ভুলে একটি একক লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছিল - ন্যায্য সীমানা নির্ধারণ।'

স্ট্যালিন আরও বলেছেন, 'এই অপ্রতিরোধ্য ঐক্যমত্য গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের প্রতি তামিলনাড়ুর অটল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

এই ঐতিহাসিক ঐক্যের উপর ভিত্তি করে, আমাদের সাংসদ এবং মন্ত্রীরা অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে শক্তিশালী করেছেন। তামিলনাড়ুর উদ্যোগ হিসেবে যা শুরু হয়েছিল তা এখন একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যেখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের দাবিতে হাত মিলিয়েছে।

আমাদের সম্মিলিত যাত্রায় এটি একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। এটি কেবল একটি সভার চেয়েও বেশি কিছু - এটি এমন একটি আন্দোলনের সূচনা যা আমাদের দেশের ভবিষ্যতকে রূপ দেবে। একসঙ্গে আমরা ন্যায্য সীমানা অর্জন করব।'

তিরুমালা মন্দিরে শুধুমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা উচিত : চন্দ্রবাবু নাইডু

তিরুপতি, ২১ মার্চ (হি.স.): তিরুমালা মন্দিরে শুধুমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা উচিত, এই মন্তব্য করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। শুক্রবার নাইডু বলেছেন, 'তিরুমালা মন্দিরে শুধুমাত্র হিন্দুদেরই নিয়োগ করা উচিত। যদি অন্য ধর্মের কেউ বর্তমানে সেখানে কাজ করেন, তাহলে তাদের অনুভূতিতে আঘাত না করেই অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে।'

তিরুমালার সেভেন হিলসের কাছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, 'এই এলাকা সংলগ্ন মমতাজ হোটেলের জন্য আগে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে, সরকার এখন হোটেলটির অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ৩৫.৩২ একর জমির উপর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তিরুমালার সেভেন হিলসের কাছে কোনও বাণিজ্যিকীকরণ করা উচিত নয়।' মুখ্যমন্ত্রী নাইডু আরও বলেছেন, 'আমরা ভারতের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির নির্মাণের সংকল্প নিয়েছি। এটি অর্জনের জন্য, আমরা সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠি পাঠাব। এছাড়াও, আমরা বিশ্বব্যাপী যেসব অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে সেখানে ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির স্থাপন করব।'

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কৃত্রিম মেধার ব্যবহার নিয়ে সরকার গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ, ২০২৫ (পিআইবি) দেশজুড়ে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনতে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক কৃত্রিম মেধার প্রসার ঘটাচ্ছে। দিল্লির এইমস, চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর এবং ঋষিকেশের এইমসকে মন্ত্রক কৃত্রিম মেধার উৎকর্ষকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর লক্ষ্য হল, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার প্রসার ঘটিয়ে সমাধানসূত্রের দিশানির্দেশ। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক রোগ নির্ণয় সহায়ক ব্যবস্থার কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক সমাধানসূত্রে ই-সঞ্জীবনী নিয়ে এসেছে।

সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে দেশজুড়ে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয় যাতে প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগ নির্ণয় করা যায় এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে ৪,৫০০ এই জাতীয় সতর্কবার্তা প্রকাশিত হয়েছে যার ফলে রোগ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা গেছে এবং মৃত্যহার কমেছে। জাতীয় টেলি-মেডিসিন মঞ্চ যা ই-সঞ্জীবনী নামে পরিচিত, তাতে রোগ নির্ণয়ে কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক সহায়ক ব্যবস্থাকে যুক্ত করা হয়েছে। এতে চিকিৎসা সংক্রান্ত গুণগত মান, রোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক রোগ নির্ণয় সমাধানসূত্র দেওয়া হয়েছে। ই-সঞ্জীবনীর মাধ্যমে ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পরামর্শ কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক।

যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে গোষ্ঠীভিত্তিক ফুসফুসের যক্ষ্মা নির্ণয়ে কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে দেখা গেছে যে ১২-১৬ শতাংশ যক্ষ্মা রোগাক্রান্তের ক্ষেত্রে প্রথামাফিক প্রক্রিয়াতে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা হলে অনেক রোগীই বাদ চলে যেতেন। এর ফলে, যক্ষ্মার কুফল বহুলাংশে দূর করা গেছে। এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষতি ২৭ শতাংশ কমানো গেছে।

ক্ষেত্র-ভিত্তিক জনস্বাস্থ্যে কৃত্রিম মেধার এই ব্যবহার মন্ত্রক গ্রহণ করেছে।

আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদব এই তথ্য জানিয়েছেন।

ভারতে যক্ষ্মা রোগ দ্বিগুণেরও বেশি কমেছে : অনুপ্রিয়া প্যাটেল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): সুখবর শোনালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, ভারতে যক্ষ্মা রোগ দ্বিগুণেরও বেশি কমেছে। অনুপ্রিয়া প্যাটেল জানিয়েছেন, ভারত এই বছর যক্ষ্মামুক্ত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ ২০১৫ সালে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২৩৭ জন থেকে ১৭.৭ শতাংশ কমে ২০২৩ সালে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ১৯৫ জনে দাঁড়িয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী হ্রাসের দ্বিগুণেরও বেশি। লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল বলেন, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে যক্ষ্মাজনিত মৃত্যুর হারও ২১ শতাংশেরও বেশি কমেছে। তিনি বলেন, সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে দেশে যক্ষ্মা চিকিৎসার আওতা ৩২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সরকার ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৪৭টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জেলায় নিখোঁজ যক্ষ্মা রোগী খুঁজে বের করার জন্য ১০০ দিনের যক্ষ্মা নির্মূল অভিযান শুরু করেছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে হতাশ স্বাতী, চাইলেন সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে হতাশা ব্যক্ত করলেন রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থতা চেয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, একটি মামলার শুনানিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নাবালিকার স্তন চেপে ধরা এবং তার পায়জামার ফিতে ছিঁড়ে দেওয়াকে কোনওভাবেই ধর্ষণ বা ধর্ষণের প্রচেষ্টা বলা যায় না। বিষয়টি আইনের চোখে "গুরুতর যৌন নিপীড়ন" হিসেবেই বিবেচিত হবে।

এই রায়ের প্রেক্ষিতে শুক্রবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাতী মালিওয়াল বলেছেন, 'আমার মতে, এটা সম্পূর্ণ ভুল।

একটি অল্পবয়সী মেয়ের উপর এত বড় অন্যায় করা হয়েছে, আর এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলছে, এটা ধর্ষণের চেষ্টা ছিল না। তাহলে ধর্ষণের চেষ্টা বলতে ঠিক কী বোঝায়, যদি এটাও না হয়? আমার মতে, এটা অত্যন্ত ভুল এবং খুবই দুর্ভাগ্যজনক বক্তব্য। এটি সমাজে অত্যন্ত বিপজ্জনক বার্তা পাঠায়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অবিলম্বে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অবসর নেওয়া উচিত : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২১ মার্চ (হি.স.): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অবসর নেওয়া উচিত, কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার জাতীয় সঙ্গীতের সময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে কথা বলতে দেখা যায়, এ প্রসঙ্গে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার গতকাল জাতীয় সঙ্গীতের অসম্মান করেছেন এবং একজন "বিহারী" হয়ে আমি লজ্জিত বোধ করছি। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের নেতা এবং গতকালের ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটিই প্রথম ঘটনা যেখানে কোনও মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় সঙ্গীতের অসম্মান করেছেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উচিত দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া, বিজেপির নেতারা কেবল নাটক করেন, বিহারের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কোথায়? বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের অবসর নেওয়া উচিত।'

সান ফ্রান্সিসকোতে গেম ডেভেলপারস কনফারেন্সে (জিডিসি) ভারতীয় প্যাভিলিয়নের অভিষেক

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ, ২০২৫: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে চলতি গেম ডেভেলপারস কনফারেন্স (জিডিসি)-তে ভারতের প্যাভিলিয়ন চমৎকার ভাবে তার অংশগ্রহণ শুরু করেছে। ভারতের সান ফ্রান্সিসকোর কনসুল জেনারেল ডাঃ কে. শ্রীকার রেড্ডি এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-কনসুল জেনারেল শ্রী রাকেশ আরলাখা এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালযয়ের অধীন এনএফডিসি-র ডিজিটাল গ্রোথের প্রধান শ্রী তন্ময় শঙ্কর।

গেম ডেভেলপারস কনফারেন্স (জিডিসি) ১৭ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত চলবে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গেম ডেভেলপার এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ইভেন্ট, যেখানে গেম ডিজাইন, প্রযুক্তি এবং এক্ষেত্রে ব্যবসায়িক বিভিন্ন সারির প্রবণতা নিয়ে বক্তৃতা, প্যানেল এবং প্রদর্শনী রয়েছে।

এই আসরে, ভারতীয় প্যাভিলিয়নের একটি মূল লক্ষ্য হল আসন্ন বিশ্ব ওয়ার্ল অডিও-ভিজ্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) নিয়ে এর প্রচার কার্য্য অব্যাহত রাখা। ওয়েভস আগামী ১ থেকে ৪ মে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (এমআইবি) এবং জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এনএফডিসি) কর্তৃক আয়োজিত, ওয়েভস ভারতকে বিশ্বের কন্টেন্ট হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিশ্বের মিডিয়া ও বিনোদন (এম অ্যান্ড ই) শিল্পের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রস্তুত হতে যাচ্ছে। এটি বাণিজ্য, উদ্ভাবন এবং সীমান্ত পারাপার সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

গেম ডেভেলপারস কনফারেন্স ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়নে অত্যাধুনিক প্রদর্শক এবং উদ্ভাবকদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ভারতের দ্রুত বিকশিত গেমিং শিল্পকে তুলে ধরেছে। প্যাভিলিয়নে আইজিডিসি ২০২৪ পুরস্কার বিজয়ী-ওয়ালা ইন্টারেক্টিভ, ব্রিউড গেমস, জিগমা গেমস এবং সিঙ্গুলার স্কিম-গেম ডেভেলপমেন্টে তাদের সৃজনশীলতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিখ্যাত। এর পাশাপাশি নাজারা টেকনোলজিস এবং উইনজো সহ দেশের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় গেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির কাজ প্রদর্শিত হয়।

উল্লেখ্য, এই প্যাভিলিয়নের আয়োজক ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এনএফডিসি) হলো দেশে ভালো চলচ্চিত্র আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। ফিল্মার্ট, কান চলচ্চিত্র উৎসব এবং বার্লিনের মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, এনএফডিসি ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সৃজনশীল ব্যক্তিদের জন্য সহ-প্রযোজনা, বাজারে প্রবেশ এবং বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

মানসিকভাবে সুস্থ নেই নীতীশ কুমার, কটাক্ষ রাবড়ি দেবীর

পাটনা, ২১ মার্চ (হি.স.): মানসিকভাবে সুস্থ নেই নীতীশ কুমার, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী। বৃহস্পতিবার জাতীয় সঙ্গীতের সময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কথা বলা প্রসঙ্গে আরজেডি বিধায়ক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী বলেছেন, 'তিনি (বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার) মানসিকভাবে স্থিতিশীল নন। আমরা দাবি করছি, যদি তাঁর মন কাজ না করে, তবে নিজের ছেলেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী করতে পারেন।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার জাতীয় সঙ্গীতের সময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে কথা বলতে দেখা যায়। আর তা নিয়েই এবার সরব আরজেডি। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার অভিযোগ এনে শুক্রবার আরজেডি বিধায়করা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

SHORT INVITING QUOTATION

Notice Inviting Quotation in sealed cover is hereby invited by undersigned for the "Electronic Items" as mentioned in Annexure-1 for office of the Block Development Officer,
The details be can seen in the Mnadwi RD Block. www.westtripura.nic.in and Block Office notice board. website
Enclo: As stated.
ICA/C/9983/25

(James L. Darlong, TCS)
Block Development Officer Mandwi RD Block, West Tripura

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES

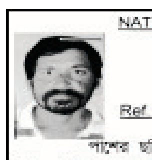

বিজ্ঞপ্তি

Ref.:- Belonia P.S GDE No.22 dated 04/02/2025

পাশের ছবিটি শ্রী কৃষ্ণ পদ রায়, বয়স ৩৮ বৎসর, পিতা-মৃত সুরেন্দ্র রায়, সাং- পশ্চিম পাইখোলা, থানা- বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা। উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি গায়ের রং-কাল, পরনে ছিল সাদা রঙ এর পেন্ট ও সার্ট। গত ২৭/০১/২০২৫ স্বেচ্ছায় নিজ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে এখনও পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার কোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া ফোন নম্বর-7628007079
২) বিলোনীয়া থানা: ফোন নম্বর- 6033237516

ICA/D-2043/25

Superintendent of Police
South Tripura District

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT NO.: 36/EE/PWD(R&B)/STB/2024-25
dated:- 19-03-2025

The Executive Engineer, PWD(R&B) Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following work:
Name of work:- Periodical renewal of road from Kalshi (Paticharri) road To Mathu Mog Para (L-1.50 km) under Special Assistance during the year 2024- 25/ SH: Patch soling, WBM 2,WBM 3, PMC, CC Block,Pucca Drain etc. (2nd Call) Estimated Cost:- Rs.1, 40, 03,239.13
Bid Fee: Rs. 4000.00
Last date & time for online Bidding: 01-04-2025 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For & on behalf of Governor of Tripura
ICA/C/4479/28

[Er. Sena Charan Jamatia]
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura

Tripura State Cooperative Bank Ltd.
Head Office :: Agartala
Advt. No. TSCB/ESTT./RECRUITMENT/01/2023

Notification for declaration of revised results for Assistant Manager, Cash- Cum-General-Clerk & Multi-Tasking-Staff

This is to inform to all concerned that "Revised Results" (as per the Reservation Policy of the Tripura State Government) for the post of Assistant Manager, Cash- Cum-General-Clerk & Multi-Tasking-Staff under advertisement no. TSCB/ESTT./RECRUITMENT/01/2023
are available on Bank's website :
www.tscbank.nic.in.
Candidates are requested to check their "Revised Results" and offer letters will be issued shortly. Please keep visiting the Bank's website for updates.
Place: Agartala
Date: 22.03.2025

Managing Directory

• কাজের সন্ধান •

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ৮৩৫ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ২৫ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৫ মার্চ। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৫-০৩-২০২৫-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পি/ বিএসপি/রিক্রুট / অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ২০২৫-২০২৬/ ই-৭২১৫২, তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — বিলাশপুর ডিভিশনে ক্রমিক নং (১) ঃ কার্পেন্টার, শূন্যপদ ৩৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১০টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ কম্পিউটার অপারেটর এন্ড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (কোপা), শূন্যপদ ১০০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪০টি। এসসি ১৫টি, এসটি ৮টি, ওবিসি ২৭টি, ইডব্লিওএস ১০টি পদ সংরক্ষিত। ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১০টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ড্রাফ্টসম্যান, শূন্যপদ ১১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ১৮২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৭৪টি। এসসি ২৭টি, এসটি ১৪টি, ওবিসি ৪৯টি, ইডব্লিওএস ১৮টি পদ সংরক্ষিত। ৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৮টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি। এসসি ১টি, ওবিসি ১টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ২০৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৪টি। এসসি ৩১টি, এসটি ১৬টি, ওবিসি ৫৬টি, ইডব্লিওএস ২১টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং (৭) ঃ মেশিনিস্ট, শূন্যপদ ৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি। এসসি ১টি, ওবিসি ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ পেইন্টার, শূন্যপদ ৪৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮টি। এসসি ৭টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১২টি, ইডব্লিওএস ৫টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ প্লাম্বার, শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯টি। এসসি ৪টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৭টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ মেকানিক্যাল (আরএসি), শূন্যপদ ৪০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ঃ এসএমডব্লিও, শূন্যপদ ৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি। এসসি ১টি, ওবিসি ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১২) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ২৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১টি। এসসি ৪টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৭টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১৩) ঃ স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), শূন্যপদ ১৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি। এসসি ৩টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৫টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে ডিজেল মেকানিক, টার্নার, ওয়েল্ডার, ওয়্যারম্যান, কেমিক্যাল ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিজিটাল ফটোগ্রাফার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কর্পোরেট সেক্টর কোলফিল্ড-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, অথবা যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ, সিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এপ্রিল/ মে-তে, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে, লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

* রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ওএনজিসি-তে **জুনিয়র কনসালটেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ওএনজিসি-র অবসরপ্রাপ্ত স্টাফদের অগ্রাধিকার রয়েছে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড, কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, অথবা যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ, সিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এপ্রিল/ মে-তে, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে,
লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ৮৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র কনসালটেন্ট (ওএনজিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ওএনজিসি-র অবসরপ্রাপ্ত স্টাফদের অগ্রাধিকার রয়েছে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশের সমস্ত বড় শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিএমআর),**
শূন্যপদ ঃ ১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, ডিএমএলটি, এমএলটি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা ও শিলংয়ে, তবে তারিখ ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **গার্ডেনার, এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেনি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

* পদের নাম ঃ **ইনটার্ন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি বা পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মার্চ,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০–০

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪০০ এপ্রেন্টিস নিয়োগ আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৪০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক তথা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৮ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং প্রজেক্ট/ ২০২৪-২৫/০৪, তারিখ ০১.০১.২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে তথা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৪০০টির মধ্যে ১৯৫টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৫২টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৪০টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ৮১টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৩২টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১৬টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টি টিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে অন্ততপক্ষে ১২,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে।

নৌবাহিনীতে ৩২৭ গ্রুপ-সি পদে মাধ্যমিক পাশদের থেকে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় নৌবাহিনীতে অর্থাৎ নেভিতে বোট ক্রু স্টাফপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — ত্রিপুরা, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্রিশগড় ও আরও কিছু রাজ্য থেকে বিভিন্ন লস্কর, ফায়ারম্যান, টোপ্যাস সহ ৪টি বিভিন্ন পদে মোট ৩২৭ জন তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় নৌবাহিনীতে, নিয়োগের এক বিশেষ অভিযানে। প্রার্থীবাছাই করা হবে ভারতীয় নৌবাহিনীতে, সিভিলিয়ান অফিস থেকে। নিয়োগের জন্য শারীরিক মাপজোক ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়োগ র‍্যালী হবে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে। মোট ৩২৭টি শূন্যপদের মধ্যে যেমন এসসি, এসটি এবং ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিতও রয়েছে বেশ কিছু পদ। ক্রমিক নং (এ) ঃ পদের নাম সারাঙ অফ লাস্কার ঃ শূন্যপদ ৫৭টি, এর মধ্যে ৮টি এসসি, ৪টি এসটি, ১৫টি ওবিসি ৫টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ২৫টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী, ৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৫টি এক্স-অগ্নিবীর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (বি) ঃ লাস্কার-১ ঃ শূন্যপদ ১৯২টি, এর মধ্যে ৩২টি এসসি, ১৩টি এসটি, ৫০টি ওবিসি ১৯টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ৭৮টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী, ১৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১৫টি এক্স-অগ্নিবীর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (সি) ঃ পদের নাম ফায়ারম্যান (বোট ক্রু) ঃ শূন্যপদ ৭৩টি, এর মধ্যে ১৬টি এসসি, ৫টি এসটি, ১৩টি ওবিসি ৮টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ৩১টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী, ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১টি এক্স-অগ্নিবীর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (ডি) ঃ পদের নাম টোপ্যাস ঃ শূন্যপদ ৫টি, এর মধ্যে ১টি এসসি, ১টি এসটি, ০টি ওবিসি ১টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ২টি অসংরক্ষিত। পদভিত্তিক বিভাজন এবং শূন্যপদগুলির তালিকা পাবেন 'জয়েন ইন্ডিয়া আর্মি'-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে।

আবেদনের জন্য যোগ্যতা দরকার নিচের মতো শারীরিক মান ও বয়স ছাড়াও অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন বিভিন্ন পদের জন্য, তবে আবেদনের আগে অবশ্যই ক্যাটেগরিভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে নেবেন। যেমন প্রতিটি পদের জন্য মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সাঁতার জানতে হবে। সী-ট্রেনিং আবশ্যক। টোপ্যাস পদের জন্য সাধারণ মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। ভারতীয় নৌবাহিনীর এটি একটি বিশেষ নিয়োগ অভিযান।

বয়স হতে হবে ০১-০৪-২০২৫ তারিখের হিসেবে ক্লার্ক ও পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। প্রতি ক্ষেত্রে এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মান- পুরুষদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি (তঃউঃজাঃ ১৬২.৫ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ১৬৫ সেমি), বুকের ছাতি ৮০ থেকে ৮৫ সেমি (তঃউঃজাঃ ৭৬-৮১ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ৭৮-৮৩ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এই চাকরি উপযুক্ত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তঃউঃজাঃ ১৫০ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ১৫৫ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিষয়ে কোন তারতম্য এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে শারীরিক মান, তাতে সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হবে সাঁতার পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাকা হবে ট্রেড টেস্টের জন্য। প্রতি ক্ষেত্রে আবার রয়েছে লিখিত পরীক্ষাও। ট্রেড টেস্টে ডাকার আগে নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের এই লিখিত পরীক্ষা। এতে আবার কাট অফ মার্ক রাখা হয়েছে এমন যে — সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ এবং এসসি/ এসটি/ ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ। প্রাক্তন সমরকর্মীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও নেই।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে।

শুক্রবার আগরতলায় উপজাতি যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনার জবাব দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'একভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক খুবই কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করে। সংবিধান আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্যগুলিকে দিয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রকের অধীনে আসে। এটি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত এবং এতে কোনও পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ৭৬ বছর পর যখন আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যগুলি দ্বারা দেখাশোনা করা হয়, তখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন বিভিন্ন ধরণের অপরাধ কেবল রাজ্য সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেগুলি আন্তঃরাজ্য এবং বহু-রাজ্য উভয়ই - যেমন মাদক, সাইবার অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ দল, হাওয়ালা। এই সমস্ত অপরাধ কেবল একটি রাজ্যের মধ্যেই সংঘটিত হয় না। দেশের বাইরে থেকেও দেশে অনেক অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই, এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমি গর্বের সঙ্গে বলছি গত ১০ বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বহুদিনের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছেন।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, '২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন ২০১৪ সালের আগের বেশ কিছু সমস্যাও ছিল। তিনটি প্রধান সমস্যার কারণে এই দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সর্বদা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। এই তিনটি বিষয় দেশের শান্তিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল, দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এবং প্রায় ৪ দশক ধরে দেশের উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করেছিল; এগুলি দেশের সমগ্র ব্যবস্থাকে অনেক সময় হাস্যকর করে তুলেছিল। এই তিনটি বিষয় ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ, বামপন্থী বিদ্রোহ এবং উত্তর-পূর্বের বিদ্রোহ। এই তিনটি বিষয়কে একত্রিত করলে, ৪ দশকে এই দেশের প্রায় ৯২,০০০ নাগরিক নিহত হয়েছেন। এই তিনটি বিষয় দূর করার জন্য কখনও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এই প্রচেষ্টাগুলি করেছিলেন।'

সংসদের প্রশ্ন : রেশম চাষী এবং তন্তুবায়দের সাহায্য

নতুন দিল্লি, ২১ মার্চ, ২০২৫ (পিআইবি) রেশম সমগ্র-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার দেশে রেশম শিল্পের উন্নয়ন এবং রেশম চাষী ও তন্তুবায়দের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রপর্যায়ের উপাদানগুলি বাস্তবায়নে এখনও পর্যন্ত ৭৮ হাজার সুবিধাভোগীকে সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ১,০৭৪.৯৪ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও তন্তুবায় ক্ষেত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত জাতীয় তন্তুবায় উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কাঁচামাল সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় রেশম তন্তুবায় সহ তাঁত শ্রমিকদের সাহায্য দেওয়া হয়।

রেশম সমগ্র-২ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল রেশম ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা।

সরকারের লক্ষ্য হল উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়ে একটি বহুমুখী কৌশলের মাধ্যমে ভারতকে রেশম উৎপাদন এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য দিয়েছেন বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মার্গেরিতা।

একটি নোবেল বঞ্চনার কাহিনি

মহাকাশে প্রথম পালসার আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেমব্রিজের মুলার্ড বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরের। ১৯৫৭ সালে কেমব্রিজের লর্ডস ব্রিজে মানমন্দিরটি স্থাপিত হয়। স্থাপন করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরির একদল বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্টিন রাইলে। আধুনিক বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মুলার্ড মানমন্দির। প্রতিষ্ঠার ১০ বছরের মাথায় ১৯৬৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যান্টনি হিউইশ ও তাঁর ছাত্রী জোসেলিন বেল যৌথভাবে আবিষ্কার করেন মহাবিশ্বের এক দুর্বোধ্য জ্যোতিষ্ক পালসার। পিএইচডি গবেষণার সময়ই জোসেলিন বেলকে বানাতে হয়েছিল বেতার দুরবিন। এ ধরনের দুরবিন মহাকাশ থেকে আসা বেতার তরঙ্গকে সংগ্রহ ও সংহত করে শব্দ বা লেখচিত্র রূপে প্রকাশ করে। পালসার হলো একধরনের ঘূর্ণমান নিউট্রন নক্ষত্র। নিয়মিত সময় ব্যবধানে এটি বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় বিকিরণ নিঃসরণ করে। কেমব্রিজের মুলার্ড বেতার মানমন্দিরের দুরবিনগুলো সারিবদ্ধ অ্যান্টেনা দিয়ে সাজানো। এসব অ্যান্টেনার একেকটা সারি একেক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। মার্টিন রাইলে, অ্যান্টনি হিউইশ ও জোসেলিন বেল তিনজনই একই পথের পথিক। তিনজনই বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। এঁদের মধ্যে মার্টিন রাইলে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক এবং মুলার্ড বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। এর আগে তিনি কাজ করেছেন যুক্তরাজ্যের টেলিকমিউনিকেশনস রিসার্চ সংস্থায়। সংস্থাটি রাজকীয় বিমানবাহিনীর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিমানবাহিত রাডারের জন্য বিশেষ ধরনের অ্যান্টেনা তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। যুদ্ধের পরে তিনি ফেলোশিপ পেয়ে কেমব্রিজের ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরিতে যোগ দেন। বেতার দুরবিনের উন্নতিসহ আবিষ্কার করেন গুরুত্বপূর্ণ সব যন্ত্রপাতি। পরে কেমব্রিজ বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান দলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেন তিনি। এই দলটি মহাকাশের বেশ কিছু বেতার উৎসের তালিকা তৈরি করতে সক্ষম হয়। এটি থার্ড কেমব্রিজ ক্যাটালগ অব রেডিও সোর্স (3C) নামে পরিচিত। পরে সময়ে কোয়াসি-স্টেলার অবজেক্ট (কোয়েজার) আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই তালিকা। একসময় কাজ করতে গিয়ে মহাবিশ্বের স্টেডি স্টেট তত্ত্বের প্রবক্তা ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে চরম দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন মার্টিন রাইলে। বিশেষ করে কেমব্রিজ বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান দল এবং ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রনমির মধ্যে সহযোগিতামূলক কাজে বিধিনিষেধ আরোপের জন্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ছিলেন ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং একজন প্রভাবশালী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। অ্যান্টনি হিউইশও মার্টিন রাইলের অনুসারী ছিলেন। লেখাপড়া করেন লন্ডনের কিংস কলেজে। স্নাতক ও পিএইচডি ডিগ্রি করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পিএইচডির পর যোগ দেন বিখ্যাত ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরির মার্টিন রাইলের বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা দলে। তিনি ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরির বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং মুলার্ড বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরের প্রধান ছিলেন। তাঁর অধীনে পিএইচডি গবেষক ছাত্রী ছিলেন জোসেলিন বেল। যৌথভাবে তাঁরা আবিষ্কার করেন মহাবিশ্বের প্রথম দুর্বোধ্য জ্যোতিষ্ক পালসার।

দুই

জোসেলিন বেল জন্মগ্রহণ করেন নর্দান আয়ারল্যান্ডে, ১৯৪৩ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন স্থপতি, যিনি আয়ারল্যান্ডের আরমাঘ প্লানেটেরিয়ামের নকশা করেছিলেন। প্লানেটেরিয়াম পরিদর্শনের সময় বেলকে জ্যোতির্বিজ্ঞান পেশা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল কর্তৃপক্ষ। ছোটবেলায় বাবার সংগ্রহে থাকা জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। বেল বেড়ে ওঠেন আরমাঘ শহরের লুরগানে এবং সেখানকারই একটি কলেজে ভর্তি হন। তবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান পড়তে দেওয়া হয়নি তাঁকে। মেয়েদের জন্য বিজ্ঞানের পরিবর্তে সেলাই ও রান্নার বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে কলেজ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন তিনি। পরে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভর্তি হন। সেখানে একজন পদার্থবিদ্যার শিক্ষকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তিনি। পরে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পিএইচডি করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৯৬৯ সালে। পরে যুক্ত হন কেমব্রিজের সম্প্রতি আবিষ্কৃত কোয়েসার পর্যবেক্ষণ প্রকল্পের সঙ্গে। কর্মজীবনে তিনি সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, এডিনবার্গ রাজকীয় মানমন্দির এবং হাওয়াই মাউনাকে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল টেলিস্কোপের প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিলেন। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দেন ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং অধ্যাপকসহ বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দুই বছরের জন্য তিনি দায়িত্ব পালন করেন রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতির। এ ছাড়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি পর্দার্থবিজ্ঞানে ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন। দুই বছর কাটান ইনস্টিটিউট অব ফিজিকসের সভাপতি হিসেবে। ২০১৮ সালে ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। জোসেলিন বেল অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন জীবনে। তার মধ্যে ২০১৮ সালে ফান্ডামেন্টাল ফিজিকসে স্পেশাল ব্রেকথ্রু পুরস্কার অন্যতম। এ পুরস্কারের অর্থের মূল্য ছিল ২৩ লাখ পাউন্ড। এই অর্থ তিনি নারী, সংখ্যালঘু ও উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে পদার্থবিদ্যা গবেষণায় ব্যয় করেন। এটি পরবর্তীকালে বেল বার্নাল গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ফান্ড নামে পরিচিত লাভ করে। ফান্ড পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ইনস্টিটিউট অব ফিজিকসের ওপর। পিএইচডি গবেষণা করার সময়ই জোসেলিন বেলকে বানাতে হয়েছিল বেতার দুরবিন, সে কথা আগেই বলেছি। ১৯৬৮ সালে 'অবজারভেশন অব আ রাপিডলি পালসিং রেডিও সোর্স' শীর্ষক তাঁর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রবন্ধের সহলেখক ছিলেন পাঁচজন। তার মধ্যে হিউইশের নাম ছিল প্রথম, দ্বিতীয় নাম ছিল জোসেলিন বেলের। একই বছর 'অবজারভেশন অব ফারদার পালস রেডিও সোর্স' নামে আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাঁর। এটির সহলেখক ছিলেন হিউইশসহ অন্য দুজন। গবেষণাপত্র দুটি প্রকাশিত হওয়ার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। পালসার আবিষ্কারক হিসেবে জোসেলিন বেল ও অ্যান্টনি হিউইশের নাম উঠে আসে গণমাধ্যমে। ১৯৭৩ সালে হিউইশ আর বেল যৌথভাবে পান বিখ্যাত মাইকেলসন পুরস্কার। কিন্তু ১৯৭৪ সালে যখন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, তখন দেখা গেল, তাঁর নাম নেই। নাম এসেছে অ্যান্টনি হিউইশ ও মার্টিন রাইলের। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না নারী বলে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জোসেলিন বেল বলেছিলেন, পদার্থবিদ্যা আর জ্যোতির্বিদ্যা যেহেতু পুরুষপ্রধান, তাই স্বাভাবিকভাবেই যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি আর নিয়মনীতিতে থাকবে পুরুষপ্রাধান্য। নোবেল পুরস্কার পাননি জোসেলিন বেল, এ কথা ঠিক। তবে এটা অবিচার করা হয়েছে জোসেলিন বেলের ওপরএ কথা বলেন ফ্রেড হয়েল, টমাস গোল্ডের মতো স্বনামধন্য বিজ্ঞানীরাও। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন, অ্যান্টনি হিউইশ ও মার্টিন রাইলের সঙ্গে জোসেলিন বেলকেও নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা উচিত ছিল। বেতার দুরবিনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৯৩৬ সালে, গ্রোট রেবার নামের একজন মার্কিন শৌখিন বিজ্ঞানীর হাতে। দুরবিনটি বিশাল বাগানবাড়ির পেছনে বসিয়ে ছিলেন তিনি।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক শুরু, সমাপ্তি ২৩ মাচ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): বেঙ্গালুরুতে শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন-দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ২১ থেকে ২৩ মার্চ। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক এবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত হয়েছে।

তিন-দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, শুক্রবার সকালে ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। এরপর বৈঠকের শুভারম্ভ হয়। এই বছরের অক্টোবর মাসে আরএসএস ১০০ বছর পূর্ণ করবে। তাই আরএসএস-এর শতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হবে এই বৈঠকে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে।

অধ্যক্ষের দিকে কাগজ নিক্ষেপ, কর্ণাটক বিধানসভায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

বেঙ্গালুরু, ২১ মার্চ (হি.স.): ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল কর্ণাটক বিধানসভায়। শুক্রবার কর্ণাটক বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা সভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান, অধ্যক্ষের চেয়ারের দিকে কাগজপত্র ছিঁড়ে ছুঁড়ে মারেন, তীব্র হট্টগোল শুরু। হইহট্টগোলের কারণে বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। অনেক মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক নেতাদের হানিট্র্যাপে আটকানোর চেষ্টার অভিযোগের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে রাজ্য বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এদিন বলেন।

কয়লা উৎপাদনে রেকর্ড ভারতের, গর্বের মুহূর্ত বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): কয়লা উৎপাদনে রেকর্ড গড়লো ভারত। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি জানান, ঐতিহাসিক মাইলফলক! ভারত ১ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের বিরাট রেকর্ড অতিক্রম করেছে! অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে, আমরা কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই করিনি বরং সুস্থায়ী এবং দায়িত্বশীল খনির বিষয়টিও নিশ্চিত করেছি। এই প্রাপ্তি আমাদের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদাকে ত্বরান্বিত করবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে এবং প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর টুইটটি ট্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে লেখেন, 'ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত! ১ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের বিশাল মাইলফলক অতিক্রম করা একটি অসাধারণ প্রাপ্তি, যা জ্বালানি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। এই অর্জন এই সেক্টরের সাথে জড়িত সকলের নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমকেও প্রতিফলিত করে।

সংসদ চত্বরে আরজেডি-র বিক্ষোভ, ওবিসিদের জন্য ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): বিহারে ওবিসিদের ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবিতে শুক্রবার টি-শার্ট পরে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন আরজেডি সাংসদরা। মনোজ কুমার ঝা, মিসা ভারতী, সঞ্জয় যাদব প্রমুখ আরজেডি সাংসদরা এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিহারে ওবিসিদের জন্য ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি জানান তাঁরা।

আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী বলেন, 'আমরা যখন ক্ষমতায় আসি, তখন আমরা একটি জাতিগত জনগণনা পরিচালনা করেছিলাম এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে ৬৫ সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছিলাম।

আমাদের দল চেয়েছিল, কোনও ধরণের হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্য এটি নবম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

তবে, সেই সময়ে নীতীশ কুমারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল না, যে কারণে এটি বাস্তবায়িত হয়নি।

এখন আমরা নবম তফসিলে এটি অন্তর্ভুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ করছি।'

শম্ভু ও খানৌরি সীমানায় যানবাহন চলাচল শুরু, মোতায়েন সুরক্ষা বাহিনী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): শম্ভু ও খানৌরি সীমানা থেকে অবশেষে যানবাহন চলাচল শুরু হল। পঞ্জাব-হরিয়ানা খানৌরি সীমানা থেকে প্রতিবাদী কৃষক ও কৃষকদের দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী কাঠামো অপসারণের পর, ওই রুটে যানবাহন চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। তবে, এখনও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

পঞ্জাব-হরিয়ানা খানৌরি সীমানায় হরিয়ানার দিকে কৃষকদের আটকাতে নির্মিত সিমেন্টের দেওয়ালটিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যার ফলে চলাচলের পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সীমানার হরিয়ানার দিকে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জেগে উঠল ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুৎপাতের পর বাতিল বিমান

জাকার্তা, ২১ মার্চ (হি.স.): জেগে উঠল ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট লেওটোবি লাকি-লাকি আগ্নেয়গিরি। শুক্রবার আগ্নেয়গিরি থেকে তিন-তিনবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় প্রশাসন ওই আগ্নেয়গিরির আশেপাশের বিপদসীমা এলাকা বাড়িয়েও দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন দ্বীপ বালিতে মাউন্ট লেওটোবি লাকি-লাকি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর অন্তত সাতটি আন্তর্জাতিক বিমান বাতিল করা হয়েছে। শুক্রবার বালি বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানান, পূর্বাঞ্চলীয় এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বিমান চলাচল বিপর্যস্ত হয় এবং আকাশে আট কিলোমিটার উচ্চতায় কালো ছাই ছড়িয়ে পড়েছে।

রোমান হরফের দাবিতে শুক্রবার আগরতলায় একটি চিত্র।

সারদাময়ী ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ের নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ পরিদর্শনে প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ মার্চ: তেলিয়ামুড়ার উন্নয়নের মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে এক নবতম সংযোজনের পালক। সেই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ পরিদর্শন করতে আর.ডি তেলিয়ামুড়ার এসডিও সহ স্থানীয় এক প্রতিনিধি দল নির্মাণস্থলে যান। উল্লেখ্য, এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের আসা প্রত্যাশাকে মান্যতা দিয়ে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তেলিয়ামুড়ার "সারদাময়ী ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যাপীঠ" বিদ্যালয়ের নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে।

এই বিদ্যালয়ে বহুতল বিশিষ্ট নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৭কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। এদিন, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের কাউন্সিলর তথা তেলিয়ামুড়া মন্ডলের মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্জী, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সুমন ঘোষ এবং প্রজেশ সরকার সহ আর.ডি তেলিয়ামুড়ার এসডিও স্বপন দাস বিদ্যালয়ের নতুন পাকা বাড়ির নির্মাণের স্থলটি পরিদর্শন করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই টেন্ডারের মাধ্যমে বিদ্যালয়টির নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

আগরতলা টাউন হলে নওজওয়ান ভারত সভার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: শুক্রবার আগরতলা টাউন হলে নওজওয়ান ভারত সভার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।আগরতলা টাউন হলে শুক্রবার নওজওয়ান ভারত সভার ১০০ বছর ও বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু-র ৯৫তম শহিদান দিবস উপলক্ষ্যে -বিপ্লবী ভগৎ সিং-র স্বপ্নের ভারত : দক্ষিণপন্থার বিপদ, বামপন্থার দায়িত্ব শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি যুব ফেডারেশন।বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সর্বভারতীয় যুব নেতৃত্ব কমরেড সোমনাথ ভট্টাচার্য, তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি নবারুন দেব সহ অন্যান্যরা।

এআইএসএসসিই ককবরক ভাষা পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ককবরক ভাষা বিষয়ের পরীক্ষার সময় প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের যথাযথ সংখ্যক পর্যবেক্ষক/ ইনভিজিলেটর নিয়োগ করার জন্য জানানো হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকদের সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে যে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র যাতে যথাযথভাবে বুঝতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য ইনভিজিলেটরগণ পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। তবে সেই সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার বিধি ও নির্দেশিকা কঠোর ভাবে মানতে হবে।এই প্রসঙ্গে আরও জানানো যাচ্ছে যে, আজ এআইএসএসসিই (দ্বাদশ শ্রেণি) ককবরক ভাষা পরীক্ষায় মোট ১,৪১২ জন পরীক্ষার্থী রেজিস্টার্ড হয়েছিল। যার মধ্যে ১,৩৩৯ জন পরীক্ষায় বসেছে। অর্থাৎ উপস্থিতির হার ছিল ৯৫ শতাংশ। সমস্ত নির্ধারিত কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোথাও পরীক্ষা চলাকালীন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, যাতে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য ন্যায়সঙ্গত ও ইতিবাচক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চাই যে এই বাজেটের পরিমাণ ৩২,০০০ কোটি টাকার অধিক হয়েছে। এরমধ্যে ঘাটতি বাজেট প্রায় ৪২৯ কোটি টাকা আমরা কভার করতে পারবো বলে আমি আশাবাদী। বাজেটে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্কিম চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যেমন — ভারত মাতা ক্যান্টিন, প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টার, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কেন্দ্র।

ডাঃ সাহা বলেন, সামগ্রিকভাবে এই বাজেট ব্যতিক্রমী। এর আগে এমন বাজেট প্রত্যক্ষ হয়নি এবং আমি আশা করি প্রত্যেকে এটি সমর্থন করবেন। এর পাশাপাশি আমরা আজ সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনারদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ এবং ডিআর ঘোষণা করেছি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

কমে যাওয়া, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং পঞ্চায়েত থেকে মহাকরণ অবধি দুর্নীতির যা অবস্থা, এই বাজেট এসব সমস্যার কোনো সমাধান প্রদান করতে পারবে না।

তিনি রাজ্যের বাজেটকে 'জনবিরোধী', 'অন্তঃসারশূন্য' এবং 'উদ্দেশ্যহীন' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, যদিও বাজেটে টাকা বরাদ্দের পরিমাণ বড়, কিন্তু বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় এর কোনো ইতিবাচক ফলপ্রসূতা দেখা যায়নি। এবারের বাজেটও তার ব্যতিক্রম নয়।

এছাড়া, জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, যারা গত সাত বছরে রাজ্যের সম্পদ লুটপাট করেছেন, তাদের জন্যই এই বাজেটে নতুন প্রকল্প সাজানো হয়েছে। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনগণের উন্নয়নে এই বাজেট কোনো ভূমিকা রাখবে না, বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মহার্ঘভাতা ঘোষনা

● প্রথম পাতার পর

অর্থ বছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব পেশ করার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, রাজ্য সরকারের কর্মচারি ও পেনশনারগণ আগামী এপ্রিল মাস থেকে আরও ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও ডিআর পাবেন। তিনি জানান, ৩ শতাংশ ডিএ এবং ডিআর প্রদান করতে বছরে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের কর্মচারিগণ এই ৩ শতাংশ মিলিয়ে ৩৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাবেন।

দিব্যাঙ্গন কিট সচেতনতা কর্মসূচি সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ: কম্পোজিট রিজিওন্যাল সেন্টার, ত্রিপুরা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটিস, সেকেন্দ্রাবাদ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি ধলাই জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ে দিব্যাঙ্গন কিট বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য জেলার মেডিক্যাল অফিসারদের দিব্যাঙ্গন চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সহায়তার ব্যাপক জ্ঞান ও দিব্যাঙ্গন কিটের ব্যবহারিক দক্ষতা প্রদান করা। যাতে তারা আশাকর্মীদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করতে পারেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বিশ্ব বন দিবস উপলক্ষে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার উপস্থিতিতে অক্সিজেন পার্কে বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ:আজ বিশ্ব বন দিবস উপলক্ষে শালবাগানে অক্সিজেন পার্কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ও দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিশ্ব বন দিবস উপলক্ষে শালবাগান অক্সিজেন পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এই দিবসটিকে আনুষ্ঠানিক নির্ভরতা না করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সম্পদ সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করতেন না পারলে বন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সামান্য কিছু বন কর্মীকে দিয়ে এই বিশাল সম্পদ রক্ষা করা তখনই সম্ভব হবে যখন জনগণ বুঝতে সক্ষম হবেন যে বন আমার নিজস্ব সম্পদ একে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। এ ধরনের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের শামিল করলেই চলবে না শিক্ষক প্রফেসর এবং বন সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন তাদেরকেও শামিল করতে দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী।

আলোচনাচক্র

● আটের পাতার পর

দাম সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস মনিটোরিং এন্ড রিসোর্স ইউনিটের সাফল্য সম্বলিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনাচক্রে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণও অংশগ্রহন করেন।

ফুল ফুটিয়ে রাজ্যের নতুন ফুল গ্রাম বিশালগড়ের চাম্পামুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ : ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ের চাম্পামুড়া গ্রামে শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক ফুল চাষ। ১৬ জন কৃষক মিলে দুই হেক্টর জমিতে গাঁদা ফুলের চাষ শুরু করেছেন এই বছর। এই অঞ্চলের ফুল জেলার ও আগরতলার ফুলের চাহিদার একটি অংশ পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।প্রথমে চাষিরা সবজি চাষ করতেন, তবে বানরের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার পর ফুল চাষে আগ্রহী হন। বিশালগড় কৃষি সেক্টর অফিসের উদ্যোগে ফুল চাষের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হয়।ওই এলাকার ফুল চাষী টিটন চৌধুরী প্রায় ২ কানি জমিতে গাঁদা ফুলের চাষ করেছেন এবং অন্যান্য ফুল চাষের পরিকল্পনা করছেন। কৃষক শিবু শীল প্রতিদিন মাঠ থেকে ফুল সংগ্রহ করে বিক্রি করেন, যেখানে পাইকারী বিক্রেতারা তার বাড়ি থেকেই ফুল সংগ্রহ করেন। মালা তৈরি করে ফুল বিক্রি করলে বেশি লাভ পাওয়া যায়। এছাড়াও কৃষি উদ্যান বিভাগ থেকে ফুল চাষের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।এদিকে, ফুল চাষী সুরজিৎ ভৌমিক দেড় কানি জমিতে গাঁদা ফুল চাষ করেছেন এবং সারা বছর ফুলের যোগান দিতে বর্ষাকালীন ফুল চাষে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সার্কেল ইনচার্জ ফনী ভূষণ সরকার জানান, এই বছর চাম্পামুড়াতে প্রথম ফুল চাষ শুরু হয়েছে। কৃষি সেক্টর অফিসার, সুপারিনটেনডেন্ট এবং ডেপুটি ডিরেক্টর হর্টিকালচার এই গ্রামে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করেছেন। চাম্পামুড়া ও লক্ষিবিল গ্রামে প্রায় কুড়ি হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষ হয়েছে এবং প্রায় ৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুল চাষের সাথে জড়িত।মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ হর্টিকালচার যোজনার মাধ্যমে ফুল চাষিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।এই উদ্যোগটি চাম্পামুড়া গ্রামের কৃষকদের জন্য একটি নতুন দিশা খুলে দিয়েছে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ওয়াকআউট

● প্রথম পাতার পর

২০০ দিন মজুরি দিবস বৃদ্ধির আবেদন। সেন যুক্তি দেন যে এমজিএনরেগা প্রকল্পে এই পরিবর্তন গ্রামীণ এলাকায় বিরাজমান জীবিকার তীব্র সংকট সমাধান করবে। বাম বিধায়কের এই ভাষণটি ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে, যার ফলে ঝড়ো বিতর্ক শুরু হয়। সেন যখন তার ভাষণ শেষ করার চেষ্টা করেন, তখন স্পিকার তাকে আরও সময় বরাদ্দ করতে অস্বীকৃতি জানান। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বিরোধী দলের বিধায়কগণ। বিধায়করা ওয়েলে পৌঁছে স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পরে বিকেল ৪:৩১ মিনিটে সিপিআইএম বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। অধিবেশন দিনের জন্য মুলতবি না হওয়া পর্যন্ত সিপিআইএম দলের বিধায়করা কার্যধারায় যোগদান করেননি।

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

কমিশন এবং অতুল দেববর্মা কমিশন হয়েছে। রিপোর্ট রোমান হরফের পক্ষে গেলেও সরকার রিপোর্ট ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। তিনি আরো বলেন জনজাতিদের আবেগ নিয়ে খেলছে সরকার।

জনজাতির ভাবাবেগ সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা নায্য দাবি জানিয়ে আসছে। তাঁদের দাবিতে বিভিন্ন কারণে রয়েছে। কিন্তু পূর্বতন এবং বর্তমান সরকারের তালবাহানা শেষ হচ্ছে না। কংগ্রেসের তরফ থেকে সরকারের নিকট অতিসত্বর ককবরক ভাষায় রোমান হরফে চালুর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

যে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র যাতে যথাযথভাবে বুঝতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য ইনভিজিলেটরগণ পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। তবে সেই সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার বিধি ও নির্দেশিকা কঠোর ভাবে মানতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আরও জানানো যাচ্ছে যে, আজ এআইএসএসসিই (দ্বাদশ শ্রেণি) ককবরক ভাষা পরীক্ষায় মোট ১,৪১২ জন পরীক্ষার্থী রেজিস্টার্ড হয়েছিল। যার মধ্যে ১,৩৩৯ জন পরীক্ষায় বসেছে। অর্থাৎ উপস্থিতির হার ছিল ৯৫ শতাংশ। সমস্ত নির্ধারিত কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোথাও পরীক্ষা চলাকালীন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, যাতে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য ন্যায়সঙ্গত ও ইতিবাচক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিপ্লব কুমার দেব

● প্রথম পাতার পর

এদিন শ্রীদেব বলেন, ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের নিরিখে এবছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বিকশিত বাজেট রাজ্যের উন্নয়নের পথ সুগম করবে, বলে দাবি তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যরা যেভাবে কাজ করছেন তারই বহিঃপ্রকাশ এই বাজেটের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য বাজেট ঘোষণা হতেই উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ আরো ৩ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। ত্রিপুরায় বড়মাত্রায় সরকারি কর্মচারী রয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরার অর্থনীতিকে তরান্বিত করবে, বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

পাশাপাশি, এদিন তিনি বিকশিত বাজেট পেশ করার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আমজনতা

● প্রথম পাতার পর

সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। তাই গতকাল তিপরা মথা ছাত্র সংগঠনের তরফ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরই জেরে আজ সকাল থেকে সার্কিট হাউস এলাকায় পিকেটিং শুরু করে তিপরা মথার কর্মী সর্মথকরা। এর ফলে গোটা শহরে যানজট তীব্র আকার ধারণ করে। পাশাপাশি, সড়ক অবরোধের কারণে আইসিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা চরম হয়রানির শিকার হয়েছে। এদিন পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে পরীক্ষার্থীরা আগরতলায় হলিক্রস স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছেছে। সময়মতো পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবার প্রশ্নে পুলিশ ও প্রশাসন কারো কাছ থেকে সহায়তা পায়নি বহু পরীক্ষার্থী বলে অভিযোগ। এর ফলে অনেকে পরীক্ষার্থীই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

তাছাড়া, অবরোধের জেরে স্তব্ধ গোটা গন্ডাছড়া। শুক্রবার ভোর থেকে গন্ডাছড়া মহকুমার সবকয়টি সড়ক, গন্ডাছড়া রইস্যাবাড়ি, অমরপুর, আমবাসা সড়ক স্তব্ধ করে দিল ছাত্র সংঘটনের কর্মী সমর্থকরা। এমনকি, মহকুমার হাট বাজার, অফিস আদালত, সম্পূর্ন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এদিন আন্দোলনে সামিল হয়েছেন আইপিএফটি দলের কর্মী সমর্থকরাও। স্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা জনজীবন। তাছাড়া, চম্পকনগর সাধুপাড়া, লংতরাই মহকুমায় টিএসএফ-র রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পিকেটিং শুরু করেছে। তাছাড়া, সাব্রুম — আগরতলা ডেমো স্পেশাল আগরতলা যাওয়ার পথে জোলাইবাড়ীতে অবরোধ করেন কর্মী সর্মথকরা।

বিশালগড় প্রতিনিধি: ককবরক ভাষায় রোমান ক্রিপ্টের দাবিতে আজ সকালেই জম্পুইজলা সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুলে তালা ঝুলিয়ে মহকুমা অফিসের সামনে জম্পুইজলা জিরানিয়া সড়ক অবরোধ করলো ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্ট ফেডারেশন। এদিন টিআইএসএফ-র জেনারেল সেক্রেটারি হামুলো দেববর্মার নেতৃত্বে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, টিআইএসএফ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছে ককবরক ভাষায় রোমান ক্রিপ্টের দাবিতে। এই অবরোধের ফলে বন্ধ হয়ে পড়লো টিবিএসই পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিকের ককবরক বিষয়ের পরীক্ষা। এদিন টিআইএসএফ -র এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন আইপিএফটিও।গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার উপস্থিতিতে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে হয়েছিল কিন্তু সেই বৈঠকে ককবরক ভাষায় রোমান ক্রিপ্টের যে দাবি তার কোন সমাধান হয়নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে টিআইএসএফ সারা রাজ্যে তাদের এ সড়ক অবরোধ কর্মসূচি শুক্রবার সকাল থেকে জারি করেছে। এই সড়ক অবরোধে উভয়দিকে আটকে পড়ে প্রচুর পরিমাণে গাড়ি সহ বিভিন্ন অফিস আদালতে যাওয়া কর্মচারী সহ পথচারীরা।

এদিকে, শুক্রবার সকাল থেকে টিটিএএডিসি স্বশাসিত বিশ্রামগঞ্জ মাস্টার পাড়া আগরতলা -সোনামুড়া সড়ক, গোলাঘাটি দয়ারাম পাড়া গোলাঘাটি -জম্পুইজলা সড়ক,জম্পুইজলা মহকুমা শাসক অফিসের সামনে জম্পুইজলা জিরানিয়া সড়ক,বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ান বাজার আগরতলা উদয়পুর সড়ক,চেলিখলা আগরতলা বক্সনগর সড়ক অবরোধ করে।এই অবরোধের ফলে আটকে পড়লো উভয় সড়কের প্রচুর যানবাহন। তাতে ভোগান্তির শিকার বিভিন্ন অফিস আদালতে যাওয়ার পথে কর্মচারীর থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। বন্ধ হয়ে পড়লো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত শুক্রবারে ককবরক বিষয় পরীক্ষা।

চড়িলাম প্রতিনিধি: শুক্রবার গোটা রাজ্যের সাথে বিশ্রামগঞ্জস্থিত দয়ানবাজার ডনবস্কো স্কুল সংলগ্ন এনএইচ -৮ এবং তকসাপাড়া রাজাখর চৌমুহনী রোডে তিপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশন ককবরক ভাষার জন্য রোমান লিপি ব্যবহারের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য তিপ্রা স্টুডেন্ট ফেডারেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেয়।

আর এরই অঙ্গ হিসেবে পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক শুক্রবার সকাল থেকে বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ানবাজার ও তকসাপাড়া রাজাখর চৌমুহনী এলাকায় টিএসএফ- র সংগঠন পথ অবরোধ করে। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি অবরোধস্থলের দুটি স্থানে। তবে দয়ানবাজারস্থিত অবরোধ করা স্থানে দুটো এম্বুলেন্সে করে যাত্রীদের নিয়ে আসার কারণে কিছুক্ষণ সময় আটকে থাকতে হয়েছিল। এম্বুলেন্সে কোন রোগী ছিলোইনা এমনটাই অভিযোগ অবরোধকারীদের। তাই এখানে কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা ঘটে ছিলো।

এদিনের আন্দোলন কর্মসূচিতে ছাত্র সংগঠনকে উৎসাহ প্রদান করতে উপস্থিত হয়েছেন তিপ্রামথা দলের এম.ডি.সি উমাশঙ্কর দেববর্মা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দুর্জয় দেববর্মা এবং সদর ডিভিশন সেক্রেটারি তানিয়া দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। শুক্রবার এই অবরোধের ফলে জনজীবন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়।পরবর্তী সময়ে ঘটনাস্থলে প্রচুর সংখ্যক আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সিপাহীজলা জেলার এসপি সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। সন্ধ্যা ছয়টায় অবরোধমুক্ত হয় রাস্তা।

আমরা বাঙালি

● প্রথম পাতার পর

বহু বাঙালী লেখক এই ভাষার উন্নয়নে অংশীদার হয়েছেন।

যেহেতু এই ভাষার শুরু থেকে বাংলা বর্ণমালা দিয়ে শুরু হয়েছে এতে বাঙালীদের যেমন তাদের ভাষা বুঝতে সুবিধা হয়েছে তেমনি তাঁরাও যেহেতু দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা ভাষার সাথে পরিচিত তাই উভয়ের জন্যই সুবিধা হয়েছিলো। যেহেতু এই রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি উৎসব সবাই একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলা ছিল ত্রিপুরা রাজাদের রাজ ভাষা ছিল বাংলা। ১৯ টি উপজাতিদের সকলের ভাষা কিন্তু ককবরক না। ভারতবর্ষ সহ সারা বিশ্বে বহু ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে যাদের নিজস্ব কোন লিপি নেই।। অথচ তারা স্বাচ্ছন্দে অন্য ভাষার লিপি ব্যবহার করে নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এমতাবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা বাংলা ভাষার সংস্পর্শে থেকে বাংলা লিপিকে বাদ দিয়ে কেন রোমান লিপির প্রতি তাদের আসক্তি তৈরী হলো বোধগম্য হচ্ছে না। যাই হোক সবদিক থেকে বিবেচনা করে ককবরক লিপি বিতর্কের সমাধানের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। আজ অনেক চাকমা ছাত্ররা ও ককবরক ভাষার রোমান হরফ আদায়ে আন্দোলনে নেমেছে। আমাদের প্রশ্ন তাদের ও নিজস্ব চাকমা ভাষা রয়েছে। তাছাড়া মণিপুরীদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে।কাজেই সরকার কে সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবার পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের অসমীয়া ভাষার লিপি বাংলা ভাষার বর্ণমালা মতো থাকাতে বাংলা ভাষাভাষীদের বুঝতে পড়তে অসুবিধা হয়না। সুদীর্ঘ সময় ধরে ভোটের জন্য এদের তোষণের ফলে শত অন্যায় করেও যেমন এদের শাস্তি হয়নি। বরং রাষ্ট্রীয় পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়েছে এবং এরা যা চেয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ভোট ব্যাংকের স্বার্থে সমর্থন করে গেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, এইভাবে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কারণে এবং বাম আমল থেকেই উপজাতিদের নাকি বাঙালীরা শোষণ করে আসছে প্রচার করে বাঙালী বিরোধী মানসিকতায় পরিণত করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে তারা দীর্ঘদিন ধরে ককবরক ভাষার লিপি রোমান হরফে আদায়ে আন্দোলন করে আসছে। আমরা বাঙালী দল সংকীর্ণ রাজনীতি তথা উপজাতি তোষণ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। আমরা বাঙালী দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি সবার কল্যাণ তথা পিছিয়ে পড়া প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন চায় সে উপজাতি আর বাঙালী হোক। কারণ দল চায় প্রতিটি মানুষের ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি শিক্ষা সাহিত্য ঐতিহ্যের উন্নয়ন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার্থীর কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমরা ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের ভবিষ্যতের সাথে কোন আপোস করব না। তারা যাতে কোনও সমস্যার মুখোমুখি না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে ককবরক ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের জনগণ তাদের নিজস্ব আদিবাসী লিপি নিয়ে গবেষণা এবং উন্নয়নের মতো অন্যান্য বিকল্পগুলিও বিবেচনা করা উচিত। যদি লিপিটি আদিবাসী হয়, তাহলে ৮ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৪২৯.৫৬ কোটি টাকা

● প্রথম পাতার পর

অর্থনীতির চাকা চাঙ্গা করার জন্য মূলধন ব্যয়ের উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, এবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মূলধন ব্যয় ৭,৯০৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। যা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটের তুলনায় ১৯.১৪% বেশি। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ১৯টি নতুন প্রকল্প ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন তিনি দাবি করেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেটে কোনো নতুন করের প্রস্তাব করা হয় নি। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় এবছর ৪৬১৮.৭৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে ২৭৮০৪.৬৭ কোটি টাকা বাজেট ছিল। ২০২৪-২৫ সালের সংশোধিত বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০২৯৬.৫০ কোটি টাকা হয়েছিল। এবছর বাজেটে ৪২৯.৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি ধরা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য ১৮৮৫.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের তুলনায় ৯.৪৯% বেশি।বাজেটে শিক্ষন খাতের জন্য ৬১৬৬.১৯ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা যা ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের তুলনায় ১১.৯৪% বেশি। বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের জন্য ১৯৪৮.৬৯ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের তুলনায় ১২.৮৯% বেশি।

এদিন তিনি আরও বলেন, উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের প্রচারের জন্য, একটি নতুন প্রকল্প 'মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা চালু করা হয়েছে। এর জন্য ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি সাব-ডিভিশনে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য 'বিজ্ঞান বিষয় এবং ইংরেজি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হবে। বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে সদর মহকুমায় ৩ (তিন) টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, আমবাসা, কাঁকড়াবন, করবুক- এ নতুন ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির স্বার্থে আগ্রহীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আগরতলা,উদয়পুর এবং আমবাসায়- এ ত্রিপুরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, কৈলাসহর এবং উদয়পুর- এ ২টি বহুমুখী ক্রীড়া ইন্ডোর হল নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া, গন্ডাছড়ায় এবং কাঁকড়াবনে- এ সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ নির্মাণ করা হবে। মেধাবী উপজাতি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উপজাতি উন্নয়ন মিশনের অধীনে সুপার-১০০ প্রোগ্রাম চালু করা হবে যাতে তারা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যেমন নিট, ইউপিএসসি ইত্যাদিতে সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারে। এর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩.১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

তাছাড়া, তফসিলি জাতি পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য, হাঁস-মুরগি পালন প্রকল্প চালু কর হবে। তাছাড়া, মাছ, শুঁটকি এবং শাকসবজি ব্যবসায় কর্মরত তফসিলি জাতি শ্রেণীর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। রাবার প্ল্যান্টেশনের সাথে জড়িত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের ল্যাটেক্স সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষণের পরে প্রশিক্ষণার্থীদের সরঞ্জাম সরবরা করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ওয়াকফ সম্পত্তির উন্নয়ন এবং সুরক্ষার জন্য ১.২০ কোটি টাকা ব্যয় করতে চলেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম এর অধীনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকগুলির আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের প্রি এবং পোস্ট মেট্রিক স্টাইপেন্ড প্রদানের জন্য ৯.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দরিদ্র আরএম পরিবারের জীবিকা উন্নীত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নতুন প্রকল্প চালু করা হবে। এর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রাথমিকভাবে ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, নতুন প্রকল্প 'মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনার প্রবর্তন। এর আওতায়, রাজ্য সরকার অন্ত্যোদয় পরিবারের একজন কন্যা সন্তানের বিয়ের খরচ বহন করবে। রাজ্য সরকার ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করবে। মহকুমা পর্যায়ে গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। এই উদ্দেশ্যে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকে আসা মানুষ যারা বিভিন্ন কারণে আটকে পড়েন, তারা যাতে আগরতলা শহরে রাতে থাকার ব্যবস্থা পান এবং রাতে ভর্তুকিযুক্ত খাবার পান তা নিশ্চিত করার জন্য, আগরতলায় ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার' স্থাপন করা হবে। এর জন্য ২ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

তাঁর কতায়, মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প' নামে নতুন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে যার আওতায় মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক ৫,০০০ টাকা পেনশন দেওয়া হবে। যারা ইতিমধ্যেই প্রতিবন্ধী পেনশন হিসেবে ২০০০ টাকা পাচ্ছেন, তারা প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা পাবেন। এর জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র' স্থাপন করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রের জন্য প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা' নামে নতুন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায়, ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা অন্ত্যোদয় পরিবারের নবজাতক কন্যা সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হবে, যা মেয়েটির ১৮ বছর বয়স হওয়ার পর নগদ করতে পারবে। ২০২৫-২৬ সালের জন্য এর জন্য ১৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।কম্পিউটার-ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষার জন্য হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা গ্রাউন্ডে কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র' স্থাপন, যাতে প্রার্থীদের অনলাইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে না হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হাউসিং অ্যাপার্টমেন্টগুলোর আবাসিক বিদ্যুৎ ভোক্তাদের পিএম মুফত বিজলী যোজনার আওতায় অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য এই সভা ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরকে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছে"। বেসরকারি প্রস্তাবটির উপর আলোচনা করেন বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যের সিংহভাগবিদ্যুতের চাহিদা গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি থেকে মেটানো হয়। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস হচ্ছে। তাই জনগণের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর: মুফত বিজলী যোজনার মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকারের রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেড রাজ্যে এই যোজনায় ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৫০ হাজার পরিবারকে সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। ৫ মার্চ পর্যন্ত এই যোজনায় অনলাইন পোর্টালে ১২,৮৮৯ জন রেজিস্ট্রেশান করিয়েছেন। ১৪৮ জনের বাড়িতে সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী আরও বলেন, ১ কিলোওয়াট সৌর প্ল্যান্ট স্থাপনে ৩৩ হাজার টাকা, ২ কিলোওয়াট সৌর প্ল্যান্ট স্থাপনে ৬৬ হাজার টাকা এবং ৩ কিলোওয়াট সৌর প্ল্যান্ট স্থাপনে ৮৫ হাজার ৮০০ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে। এই ভর্তুকি ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেওয়া হবে। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে এই কর্মসূচি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাম্প করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৮টি মেগা ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ জনগণের নিকট এই যোজনাকে আরও জনপ্রিয় করতে বিদ্যুৎমন্ত্রী রাজ্য বিধানসভার সদস্য সদস্যাদের নিজ নিজ বাড়িতে সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানান। পরে বেসরকারি প্রস্তাবটি সভাকর্তৃক গৃহীত হয়।

রাজীব ভট্টাচার্য

● প্রথম পাতার পর

এই বাজেটের মাধ্যমে রাজ্যের সকলস্তরের জনগণ উপকৃত হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

উৎসাহ-উদ্দীপনায় ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ রাজ্য আসরের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক সাড়া। প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলায় ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণমূলক রাজ্য আসরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো আজ। রাজ্যস্তরীয় এই আয়োজন। বিশেষ করে অনূর্ধ ১০ বছর গ্রুপের ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্সের পাশাপাশি অনূর্ধ ১৪ বয়সগ্রুপের খো-খো ও কাবাডি - এই চার ইভেন্টের রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া ও প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমির প্রাঙ্গণে আজ, শুক্রবার বিকেলে এই ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনী আয়োজনে উমাকান্ত একাডেমী মুক্ত মঞ্চেরও আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে আজ। পরিকল্পনা রয়েছে উনাকান্ত একাডেমীর সম্মুখভাগের মাঠকে ফেন্সিং করে বিভিন্ন খেলার উপযোগী করে সুদৃশ্য একটি মাঠ তৈরির।

তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের রাজ্য আসরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ।

উল্লেখ্য, উমাকান্ত একাডেমির গ্রাউন্ডে খো-খো এবং কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম নোয়াবাদী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা।

ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

সারা রাজ্য থেকে ট্যালেন্ট সার্চ করে প্রায় ৩৪ হাজার ক্রীড়া প্রতিভার অনুসন্ধান তথা তথ্য সংগৃহীত হলেও রাজ্যস্তরীয় এই চারটি ইভেন্ট ভিত্তিক আসরে সম্মিলিত হয়েছে রাজ্যের আট জেলার প্রায় ৮ শতাধিক খেলোয়াড়।

সিনিয়র টি-২০ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে সংহতিকে হারিয়ে চমক ওপিসি-র

সংহতি - ৭০/৭ ও পি সি - ৭৩/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয়। রোমাঞ্চকর ম্যাচে এক বল বাকি থাকতে জয় পেলো ও পি সি। পাঁচ উইকেটে পরাজিত করলো সংহতি ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। শুক্রবার এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সংহতির গড়া ৭০ রানের জবাবে ও পি সি পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। আসরে পাঁচ ম্যাচ খেলে চারটি ম্যাচে জয় পেয়ে ও পি সি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলো। এদিন ও পি সি-কে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেন অর্কজিৎ রায়।

মন্দালোর জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এদিন খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ৯-এ। সকালের স্যাতস্যাতে আবহাওয়া দেখে ও পি সির অধিনায়ক শুভম ঘোষ টসে জয়লাভ করে প্রথমে সংহতিকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। মারকুটে ব্যাটসম্যান শ্রীদাম পালের সাময়িক ঝড়ো ব্যাটিংয়ে সংহতি নির্ধারিত ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৭০ রান করে। শ্রীদাম ১১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি।

ও পি সির পক্ষে অভিজিৎ চক্রবর্তী ৭ রানে তিনটি এবং অভিজিৎ দেববর্মা ১৯ রানে দুটি উইকেট দখল করেন।

জবাবে খেলতে নেমে ও পি সি শুরু থেকেই দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন। শেষ পর্যন্ত এক বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অর্কজিৎ রায় ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রানে এবং শ্যাম শাকিল গন সাত বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাস ১৩ বল খেলে ১৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৬ এবং শুভম ঘোষ দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। সংহতির পক্ষে চিরঞ্জিত পাল নয় রানে তিনটি উইকেট দখল করেন।

জেসিসি-র বিজয় রথ থামিয়ে, জয় ছিনিয়ে কো: ফাইনালে কসমোপলিটন

জে সি সি - ৮৩/৯ কসমোপলিটন - ৮৯/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত সৌরভ কর। বল হাতে দুই উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি দলের জয় মুখ্য ভূমিকা নেন ওই ক্রিকেটারটি। দুই উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি একটি দুরন্ত ক্যাচ এবং দুটি রান আউট করে জে সি সি কে কার্য্যত অল্পরানে আটকে দেন সৌরভ। সঙ্গত কারণেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে বাছাই করে নেওয়া হয় সৌরভকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। শুক্রবার টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। মন্দালোর জন্য নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হওয়ায় ওভার কমিয়ে ১১ করা হয়। তাতে জে সি সি-র গড়া ৮৩ রানের জবাবে কসমোপলিটন ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। আসরে পাঁচ ম্যাচ খেলে চারটি ম্যাচে জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে নিলো কসমোপলিটন ক্লাব। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে জে সি সি নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৮৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সম্রাট সূত্রধর ২২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ত্রিশ, বিক্রম দেবনাথ ১৩ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং প্রিন্স মাউরা তিন বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে কৃষ্ণধন নম: ৯ রানে, চন্দন রায় ১৮ রানে এবং সৌরভ কর ২৪ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ম্যাচের শেষ বলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় কসমোপলিটন ক্লাব। দলের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিন চব্বিশ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, মিহির হিওয়ানি ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৪ এবং দলনায়ক শংকর পাল ১৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। জে সি সির পক্ষে অমরেশ দাস ১৫ রানে এবং পারভেজ সুলতান ২৪ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি ক্রিকেটে মৌচাককে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হার্ভের

হার্ভে - ৮১/৭ মৌচাক - ৭৩/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বল হাতে দুরন্ত স্বরব সাহানি। স্বরবের ভেলকিতে তৃতীয় জয় পেলো হার্ভে ক্লাব। নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলে। পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে এক কদম এগিয়ে গেলেন রাকেশ দেববর্মার দল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। শুক্রবার সকালে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে হার্ভে ক্লাব ৮ রানে পরাজিত করে মৌচাক ক্লাবকে। মন্দালোর জন্য শুক্রবার নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে নয়ে আনা হয় ৯ এ। তাতে হার্ভের গড়া ৮১ রানের জবাবে মৌচাক ৭৩ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে হার্ভে ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান করে। দলের পক্ষে আনন্দ দুবে ১৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, অমিত চৌহান ১০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং স্বরব সাহানি ১১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১১ রান। মৌচাক ক্লাবের পক্ষে সৌরভ সাহা ১৬ রানে তিনটি, সুব্রত চক্রবর্তী ১৫ রানে এবং রবি শংকর মুড়া সিং ১৯ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৭৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দেবাংশু দত্ত ২২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। হার্ভে ক্লাবের পক্ষে স্বরব সাহাণী ৬ রানে তিনটি এবং শুভজিৎ দাস ১২ রানের দুটি উইকেট দখল করেন।

ধোনির সামনে শততম টেস্ট খেলে অবসর নিতে চেয়েছিলেন, অজানা কথা ফাঁস অশ্বিনের

দেশের হয়ে ১০৬টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। তবে অবসর নিতে চেয়েছিলেন শততম টেস্টেই। তার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে। তবু সেই কাজ করতে পারেননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। রবিবার এক অনুষ্ঠানে ধোনিকে পাশে বসিয়ে নিজেই সে কথা বলেন ভারতের অফস্পিনার।গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে আচমকা অবসর নেন অশ্বিন। ব্রিসবেন টেস্ট শেষ হওয়ার পরেই অবসর ঘোষণা করে ফিরে আসেন দেশে। তবে অশ্বিন জানিয়েছেন, গত বছর মার্চ মাসে ধরমশালায় শততম টেস্টের পরেই অবসর নিতে চেয়েছিলেন। এক অনুষ্ঠানে অশ্বিন বলেছেন, “শততম টেস্টে নামার আগে ধোনিকে ডেকেছিলাম, যাতে ওর হাত থেকে মেমেন্টো নিতে পারি। আমি চেয়েছিলাম ওটাই আমার শেষ টেস্ট হোক। কোনও ভাবে তা সম্ভব হয়নি। তবে ভাবতেও পারিনি আবার সিএসকে-তে নিয়ে ধোনি আমাকে এত বড় উপহার দেবে। মাহিকে অনেক ধন্যবাদ। চেন্নাইয়ে যোগ দিতে পেরে আমি আপ্লুত।” আইপিএলের শুরু থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ের ক্রিকেটার ছিলেন অশ্বিন। এর পর পুণে, পঞ্জাব, দিল্লি, রাজস্থান দলে খেলেছেন। এক বছর পর আবার ফিরেছেন চেন্নাইয়ে।সেই প্রসঙ্গে অশ্বিন বলেছেন, “২০০৮ সালে প্রথম আইপিএলের সময় সিএসকে সাজঘরে ম্যাথু হেডেন, ধোনির মতো তারকাদের দেখতে পেয়েছিলাম। তখন আমি কেউ ছিলাম। মুথাইয়া মুরলীধরন যে দলে রয়েছে সেখানে আমি কে? ধোনি আমাকে যা দিয়েছে তার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। নতুন বলে ক্রিস গেলের সামনে বল করার সুযোগ দিয়েছে।

টি-২০ জমজমাট : স্ফুলিঙ্গকে ৩ রানে হারিয়ে রোমাঞ্চকর জয় শতদলের

শতদল সঙ্ঘ- ১১১/৮ স্ফুলিঙ্গ -১০৮/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অঘটন ঘটালো শতদল সঙ্ঘ। ৩ রানে পরাজিত করলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। শুক্রবার টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে শতদল সঙ্ঘের গড়া ১১১ রানের জবাবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ১০৮ রান করতে সক্ষম হয়। শেষ ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের ৬ রান। কিন্তু তিন রান করতে সক্ষম হয় স্ফুলিঙ্গ। এদিন দুপুরে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে শতদল সঙ্ঘ নির্ধারিত ১৯ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান করে। দলের পক্ষে দেবরাজ দে ৪৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, ঋতুরাজ ২১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, রাজদীপ দত্ত ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, দলনায়ক ভিকি সাহা ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং ভিপীন কুমার শর্মা ৬ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। স্ফলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে তুষার সাহা ৯ রানে এবং বিজয় রায় ৩৬ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খলেতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান করতে স৭ম হয়। দলের পক্ষে শাভন রদপার্ক ৩৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং জয় কিষান সাহা ২৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে নিরুপম সেন ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। শতদল সঙ্ঘের পক্ষে দেবরাজ দে ২৬ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

টি-২০ ক্লাব লীগে ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে প্রথম জয় পোলস্টারের

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ১২৪/৯ পোলস্টার - ১২৫/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিজেদের নিয়ম রক্ষার ম্যাচে চমক দিলো পোলস্টার ক্লাব। পরাজিত করলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পোলস্টার ক্লাব ৪ উইকেটে পরাজিত করে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ১২৪ রানের জবাবে ৫ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় কর্ণ দেবনাথের দল পোলস্টার। বিজয়ী দলের দীপায়ন দেববর্মা ৪১ রান করেন। আসরে ৬ ম্যাচ খেলে প্রথম জয় পেলো পোলস্টার। দলীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। অঙ্কিত প্রতাপ সিং এর দায়িত্ব শীল ব্যাটিংয়ে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান করে। দলের পক্ষে অঙ্কিত ৬২ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮১ এবং সাগর শর্মা ১১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ফলে বড় স্কোরে গড়তে ব্যর্থ হয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। পোলস্টারের পক্ষে পৌরুষ মিশ্র ১৩ রানে ৩ টি এবং চিরঞ্জীব দেবনাথ ১৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে পোলস্টার ক্লাব ১৯.১ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে দীপায়ন দেববর্মা ৩৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, আয়ুষ দেবনাথ ২৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, চিরঞ্জীব দেবনাথ ১৭ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং নির্ময় দেব ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে কিষান সরকার ২০ রানে এবং জয়দীপ ভট্টাচার্য্য ২৫ রানে ২টি করে উইকেট দখল করেন।

সমীরন স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে চলমানকে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাব। মূল পর্ব অনেক আগেই নিশ্চিত করে নেওয়া দল ব্লাড মাউথ গ্রুপ লীগে প্রতিটি ম্যাচে জয়ের স্বাদ নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার মনোবল যোগাড় করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে চলমান সংঘ কে আজ, শুক্রবার ৫২ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ২৪ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় গ্রুপ বি-এর চতুর্থ স্থানাধিকারী দলের বিরুদ্ধে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে। আজ, শুক্রবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় বেলার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ প্রায় এক ঘন্টা দেরিতে শুরু হওয়ায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৬ করা হয়েছিল। সীমিত ১৬ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ব্লাড মাউথ ১৭৪ রান সংগ্রহ করে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘ নয় উইকেট হারিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৬ বার শেষ হয়ে যায়। বিজয়ী দলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাস দুর্দান্ত ৬৭ রান এবং প্রিয়াংশু গৌরব শ্রীবাস্তব ৪২ রান পায়। চলমানের অভীক পাল পেয়েছিল ৩০ রান। ব্লাড মাউথের অমিত আলী ১৮ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে চলমানকে রুখে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, শাহরুখ হোসেন ১৫ রান তিনটি উইকেট পেয়েছিল। চলমানের অভীক পাল পেয়েছিল দুটি উইকেট এক রানের বিনিময়ে।

সানিয়ার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরও পুত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, শোয়েব স্কুলে নিয়ে যান ইজহানকে

সানিয়া মির্জার সঙ্গে শোয়েব মালিকের ১৪ বছরের দাম্পত্যজীবন শেষ হয়েছে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে। ভারতের প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও ছেলে ইজহান মির্জা মালিকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা জানিয়েছেন পাক ক্রিকেটার।বিবাহবিচ্ছেদের পর আদালতের নির্দেশে সানিয়ার কাছে থাকে ইজহান। তবে বাবা হিসাবে সন্তানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি রয়েছে শোয়েবের। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, “ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। ইজহান আমাকে ভাই বলে ডাকে। আমিও মাঝে মাঝে ইজহানকে ভাই বলি। দুবাইয়ে ইজহানের সঙ্গে মাসে অন্তত দু’বার দেখা করি। দুবাইয়ে থাকলে সব সময় ছেলেকে নিজে স্কুলে পৌঁছে দিই। স্কুল থেকে নিয়েও আসি।” ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে শোয়েব আরও বলেছেন, “ছেলের সঙ্গে আমার বোঝাপড়াও খুব ভাল। প্রতি দিন আমরা ভিডিয়ো কলে কথা বলি দু’জনে। সব কিছু নিয়ে গল্প করি আমরা।” ছেলেই এখন শোয়েবের প্রিয় বন্ধু।শোয়েব জানিয়েছেন, তিনি বা সানিয়া তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের প্রভাব সন্তানের উপর পড়তে দেন না। দু’জনেই অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। বাবা-মা উভয়ের সঙ্গেই ইজহানের সম্পর্ক স্বাভাবিক। সংসার ভাঙলেও সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় কোনও সমস্যা নেই তাঁর।শোয়েবের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানার পর থেকে স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় সানিয়ার। গত বছর জানুয়ারিতে ইসলাম মতে ‘খুলা’র মাধ্যমে শোয়েবের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন সানিয়া। তার পর শোয়েব বিয়ে করেন পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদকে।

আজ নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে স্বপরিবারে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ

অগ্নিদগ্ধা নাবালিকার চিকিৎসা, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ মার্চ: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সরকারের হস্তক্ষেপে কল্যাণপুরের দাউছড়ায় নাবালিকা স্ত্রীকে নির্যাতন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল বিকাশ দেবনাথ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে সে তার নাবালিকা স্ত্রী অর্পিতা আচার্য্যকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে। জানা গেছে, প্রায় আড়াই-তিন বছর আগে ভালোবেসে আগরতলার প্রতাপগর থেকে পালিয়ে বিয়ে করে অর্পিতা আচার্য্য এবং কল্যাণপুরের দাউছড়ার বিকাশ দেবনাথ। প্রথমে তাদের সংসার ভালই চলছিল, তবে কিছুদিন পরেই নাবালিকা গৃহবধূ অর্পিতার অভিযোগ, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে প্রায় দেড় বছর আগে তার স্বামী তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এরপর গুরুতর অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে তার বাবা, অভিজিৎ আচার্য্য, আর্থিক সঙ্কটের কারণে মেয়ের চিকিৎসা শেষ করাতে পারেননি। এই সময় থেকে অর্পিতা তার কন্যা সন্তান নিয়ে তার বাপের বাড়ি প্রতাপগরে চলে যান।

বৃহস্পতিবার, অর্পিতা তার শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে আগরতলার লক্ষী নারায়ণ বাড়ীর সামনে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে শুয়ে পড়েন। তার দাবি ছিল, তার চিকিৎসা এবং স্বামীর শাস্তি। মুখ্যমন্ত্রী এই খবর পেয়ে দ্রুত সাড়া দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান পূর্ব থানার ওসি রানা চট্টোপাধ্যায় এবং পুলিশের অন্যান্য সদস্যরা। রানা চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে অর্পিতাকে তার বাপের বাড়ি পাঠানো হয় এবং বিকেলে তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে, অর্পিতার মা জানান, জিবি হাসপাতালে তার মেয়ের যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না এবং সেলাইন দিয়ে তাকে ফেলে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পরেও চিকিৎসা সঠিকভাবে হচ্ছেনা বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শুক্রবার কল্যাণপুর থানার সামনে দাউছড়া গ্রামবাসীরা একটি প্রতিবাদ ও ধর্ণায় বসেন। তাদের দাবি, অর্পিতা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে নাটক করেছে এবং আগুন লেগেছে অসাবধানতার কারণে। তারা দাবি করেন, বিকাশ দেবনাথ নির্দোষ এবং তাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। তারা এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং অভিযুক্ত বিকাশের মুক্তি দাবি করেন।এদিকে, কল্যাণপুর থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৮৫ এবং ১০৯ ধারায় বিকাশ দেবনাথকে গ্রেফতার করে খোয়াই আদালতে পাঠিয়েছে। অর্পিতার বাবা গত ১৬ মার্চ আগরতলা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্না লাল সেন জানিয়েছেন, কল্যাণপুর থানায় একটি জিরো এফআইআর রেজিস্টার করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বিধানসভায় স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য তথা বিধায়ক সুবল চন্দ্র বিশ্বাস এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামীর প্রয়াণে আজ বিধানসভার অধিবেশনে স্মৃতিচারণ করা হয়।

অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রয়াত বিধায়ক ও সভাধিপতির স্মৃতির প্রতি গভীর শোকজ্ঞাপন করে তাঁদের কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবন নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিধানসভার সদস্যগণ দাঁড়িয়ে ২ মিনিট নিরবতা পালন করেন।

২২ মার্চ রাত ৮.৩০টা থেকে ৯.৩০টা আর্থ আওয়ার পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: আগামীকাল ২২ মার্চ (শনিবার) রাত ৮.৩০টা থেকে ৯.৩০টা পর্যন্ত আর্থ আওয়ার পালন করা হবে। ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ-ইন্ডিয়া-এর সেক্রেটারি জেনারেল তথা সিইও রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং নাগরিকদের এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় আলো বন্ধ রেখে আর্থ আওয়ার পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ক্রয় ক্ষমতার উপর আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস মনিটোরিং এন্ড রিসোর্স ইউনিট-এর উদ্যোগে আজ প্রজ্ঞা ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রন ও ক্রয় ক্ষমতার উপর রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথোরিটির অধিকর্তা কুমার আমন ভারতী, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সৌমিত্র মল্লিক, ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা প্রমুখ। আলোচনাচক্রে ওষুধের গুণগত মান, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত যানবাহন ভাড়ায় কাজ করছে সরকারি দপ্তরে

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, ২১ মার্চ: রাজ্যে "ডাবল ইঞ্জিন" সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকারি দপ্তরগুলিতে অনিয়মের পরিমাণ বাড়ছে। কিছু নেতা রাতারাতি বড়লোক হয়ে একাধিক গাড়ির মালিক হয়ে উঠছেন, আর এসব গাড়ি গুলি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের নাম করে সরকারি দপ্তরে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমাতেই ঘটছে।

ধর্মনগরের এক নেতার বেসরকারি তিনটি গাড়ি রাজ্য সরকারের তিনটি দপ্তরে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। একদিকে, বাণিজ্যিক কাজের জন্য ক্রয় করা গাড়ি গুলি দাঁড়িয়ে থাকলেও, অন্যদিকে সরকারি দপ্তরগুলিতে ব্যক্তিগত গাড়ির মাধ্যমে কাজ চলছে। অনেক বেকার যুবক গাড়ি ক্রয় করেছে কর্মসংস্থানের জন্য, কিন্তু তারা কোনওভাবে আয় করতে পারছে না। ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলোকেও প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে, কিন্তু গাড়িগুলির থেকে কোনও আয় হচ্ছেনা।

এছাড়া, অভিযোগ রয়েছে যে সরকারি অফিস যেমন পুর পরিষদ, নগর পঞ্চায়েত, সিডিপিও অফিস, বিদ্যুৎ নিগম, মহকুমা শাসক অফিস থেকে শুরু করে মহাকরণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত যানবাহন ভাড়ায় ব্যবহার করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, হলুদ নম্বর প্লেটযুক্ত গাড়িগুলি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, কিন্তু সরকারি অফিসের কিছু অসাধু আমলা সেই নিয়ম ভেঙে ব্যক্তিগত যানবাহন ভাড়া নিচ্ছে। এই অনিয়মের কারণে বাণিজ্যিক গাড়ির মালিক এবং চালকদের ক্ষতি হচ্ছে। অনেক বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকরা গাড়ি ক্রয় করার পরেও তা কোনও সরকারি অফিসে দিতে পারছেন না, অথচ ব্যক্তিগত গাড়িগুলি দিব্যি সরকারি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের অভিযোগ, তাদের ইনশিয়োরেন্স, ফিটনেস পারমিট এবং অন্যান্য কাগজপত্র প্রস্তুত করতে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু তাও তারা সেই গাড়িগুলি ব্যবহার করতে পারছেন না।

অন্যদিকে, অনেক সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত, অর্থাৎ সাদা নম্বর প্লেট গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু প্রশাসনের কোনও নজর নেই। এই সব সমস্যার কারণে বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়ে যাচ্ছে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে।

ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস সহ আসামের পাথারকান্দিতে দুইজনকে আটক করা হয়েছে।গোপন খবরের ভিত্তিত্বে ড্রাগস বিরোধী অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেলো আসামের পাথারকান্দি পুলিশ।বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় পুলিশের একটি দল আগাম খবরের ভিত্তিতে ওএনজিসি বাইপাস সড়কে ওৎপেতে বসে থাকে। তখন একটি নাম্বারবিহীন স্কুটিতে চেপে দুজন ড্রাগস পাচারকারি আসামের শ্রীভূমি সদর থেকে আসামের পাথারকান্দিতে আসার পথে পুলিশ তাদেরকে আটক করে। পরে তাদের স্কুটির ডিকি থেকে বারোটি সাবানের বাক্সে ১৩৭ গ্রাম ড্রাগস বাজেয়াপ্ত হয়। সঙ্গে স্কুটিটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ড্রাগসের কালোবাজারী মূল্য ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার মত হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ কান্ডে ধৃতদের মধ্যে রয়েছে আব্দুল আহাদ ও সামসউদ্দিন তালুকদার। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে রাতভর ধরে থানায় আটকে রেখে টানা জেরা করে।ধৃতদের আজ শুক্রবার জেলা সিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রতি অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ : আজ ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনে মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর এবং তাঁদের সহকর্মীদের প্রতি অভিনন্দন জানানো হয়েছে। এছাড়া আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-২০২৫ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দল এবং ভারতীয় অনূর্ধ-১৯ মহিলা ক্রিকেট দলকে ২০২৫ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন উল্লেখ্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশ বিজ্ঞানী সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সহকর্মী বুচ উইলমোর গত বুধবার আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র (ISS) থেকে সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। তাঁদের এই ঐতিহাসিক সাফল্য বিশ্বের জন্য গর্বের এবং ভারতের জন্য এক বিশেষ মুহূর্ত। তিনি আরও বলেন, ২৮৬ দিন মহাকাশে কাটিয়ে মহাকাশচারীরা অত্যন্ত সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

এছাড়া আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-২০২৫-এ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অসাধারণ সাফল্য তুলে ধরে বিধানসভা অধ্যক্ষ বলেন, ভারতীয় ক্রিকেট দল নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে পরাজিত করে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শিরোপা অর্জন করেছে। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে দলটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, বিশেষ করে রবীন্দ্র জাদেজার শেষ মুহূর্তের বাউন্ডারি দিয়ে ভারতীয়দের আনন্দের জোয়ার এনে দেয়।

ভারতীয় অনূর্ধ-১৯ মহিলা ক্রিকেট দলও ২০২৫ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ে নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। ২রা ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রমে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতীয় মহিলা দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে, বলেন বিধানসভা অধ্যক্ষ। তিনি আরো বলেন, গঙ্গাদি তৃষা, যিনি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ও সিরিজ নির্বাচিত হয়েছেন, তার অসাধারণ পারফরম্যান্স বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।ত্রিপুরা বিধানসভা এই সকল সাফল্যের জন্য ভারতীয় মহাকাশচারী, ক্রিকেট দল এবং মহিলা ক্রিকেট দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেছে।

যাত্রী শেড নির্মাণের দুই বছর পরেও কাজের টাকা পাননি নির্মাণ শ্রমিকরা, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: যাত্রী শেড নির্মাণের দুই বছর পরেও টাকা পাচ্ছেন না নির্মাণ শ্রমিকরা, এমনই অভিযোগ উঠেছে।গত ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে গোলাঘাটি কলকলিয়া মনিপুরী পাড়াস্থিত রাস্তার পাশে এলাকার বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৫৬ টাকায় নির্মাণ করা হয়েছিলো একটি যাত্রী শেড। আর স্থানীয় কলকলিয়া এলাকার দুই নির্মাণ শ্রমিক মিঠুন দেবনাথ এবং ক্ষিতিশ দেবনাথ অন্যান্য শ্রমিকদের নিয়ে এই যাত্রী শেডটি নির্মাণ করেন। কিন্তু অভিযোগ, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দুই বছর পরেও বকেয়া ১ লক্ষ টাকা মিলছে না নির্মাণ শ্রমিকদের।

নির্মাণ শ্রমিকরা একাধিকবার জম্পুইজলা মহকুমা শাসক অফিসে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন তাদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরাও সদুত্তর দিতে পারেননি। যার ফলে নির্মাণ শ্রমিকরা বারবার হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। যার ফলে তারা নিরুপায় হয়ে শুক্রবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের এই সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং আজ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানিয়েছেন অতিসত্বর যেন তাদের বকেয়া এক লক্ষ টাকার বিল মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বিহারের প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: বিহারের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু বিহারের প্রত্যেক নাগরিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, ১৯১২ সালের ২২ মার্চ ব্রিটিশরা বাংলা ভাগ করে বিহার রাজ্য সৃষ্টি করে তিনি বলেন, বিহার একটি জ্ঞানীর ভূমি, যেখানে চানক্য, আর্যভট্ট এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের মতো মহান পন্ডিতরা তাদের চিহ্ন রেখে গেছেন। বিহার জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনস্থান। এখানে প্রাচীন নালন্দা এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ভারতের ইতিহাসের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি আরোও বলেন, আমরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অগ্রগতি ও ঐক্যের ভবিষ্যতের জন্য গর্ববোধ করতে হবে। বিহারে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিশেষ দিনে আমরা কেবল বিহারের প্রতিষ্ঠা দিবস নয়, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং জনগণের দ্বিধাহীন উদ্দীপনাও উদযাপন করি।

সাড়ে ৫ কোটি টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক ৩ নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: গোপন অভিযানে শহরের একটি হোটেল থেকে ৩ নেশাকারবারিকে জালে তুলল আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩.৩ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, আগরতলা মঠ চৌমুহনী হোটেল উডল্যান্ড পার্ক থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ৩ নেশা কারবারিকে আটক করে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। তার মধ্যে আসামের এক কুখ্যাত নেশা কারীবারিকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের আরো দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছে মোট ১১টি ইয়াবা ট্যাবলেটের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতি প্যাকেটে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল। গ্রেপ্তারকৃতরা হল শাহিদুল হোসেন তালুকার, তার বাড়ি শিলচর, নয়নমণি নমশূদ্র ও বিশ্বজিত বিশ্বাস। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তাদের আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে জানান পুলিশ সুপার।

ডিএ নিয়ে অসন্তোষ ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। ৩ শতাংশ ডিএ প্রদানে অসন্তোষ ব্যক্ত করল ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি। আজ বিধানসভায় সরকারি কর্মচারি ও পেনশনারদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ প্রদানের ঘোষণা রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারিদের হতাশ করেছে বলে দাবি সমিতির। এই ঘোষণার পরও কেন্দ্রীয় কর্মচারিদের সাথে রাজ্য সরকারি কর্মচারির ফারাক থেকে গেল ২০ শতাংশ। যা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে দাবি করল ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি।

ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি সহ রাজ্যের প্রায় সব কটি শিক্ষক কর্মচারি সংগঠনই বলে আসছিল যে, ২০২৫ এর ৩১ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যের কর্মচারিদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মিটিয়ে না দিলে এর প্রভাব পড়বে পরবর্তী অর্থ কমিশন কর্তৃক রাজ্যের বরাদ্দের ক্ষেত্রে। রাজ্যের এই সামগ্রিক ক্ষতির দিকটি নিয়েও রাজ্য সরকার উদাসিন থেকে গেলেন, এমনই অভিযোগ সমিতির।

২০১৮"র বিধানসভা নির্বাচনের আগে সপ্তম পে কমিশন প্রদান সহ নানা মন ভোলানো প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে আসা বর্তমান বিজেপি জোট সরকার শিক্ষক কর্মচারিদের সাথে একটার পর একটা প্রবঞ্চনা করে যাচ্ছে। আজকের এই ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণাও এরই একটি অংশ। বিবৃতিতে এমনটাই উল্লেখ করেছেন ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ মার্চ: বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসকে দক্ষিণ জেলাতেও পালিত হবে। একে কেন্দ্র করে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ জেলায় প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযানে একশ দিনের ক্যাম্পেইন শুরু হয় গত ৭ই ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে। এর ১০০ দিনের ক্যাম্পেইন সফলভাবে সম্পন্ন হতে চলেছে। কর্মসূচির অধীনে ৮৭,০০০ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির স্ক্রিনিং করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮,৬০০ জনের এক্স-রে এবং ৪,৬০০ জনের নেট মেশিনের মাধ্যমে কফ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৮২ জন যক্ষা রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। যাঁদের সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি নিক্ষয় পোষণ যোজনায় প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা ও খাদ্য বাস্কেট প্রদান করা হচ্ছে।আগামী ২৪ মার্চ ২০২৫ সোমবার যথাযোগ্য মর্যাদায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতেও বিশ্ব যক্ষা দিবস পালন করা হবে। এ উপলক্ষে আজ, বিলোনিয়া ডিএম এবং কালেক্টর কনফারেন্স হলে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান যে, টিবি মুক্ত পঞ্চায়েতের উদ্যোগ হিসেবে ২০২৪ সালে ৯৯টি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিল মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে ২৩টি ব্রোঞ্জ পদক এবং ৭৬টি সিলভার পদক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ১১২টি পঞ্চায়েত যক্ষামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তাদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির সাফল্যে পেছনে স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী, চিকিৎসক ও পঞ্চায়েত কমিটির সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর জনগণের সহযোগিতায় '২০২৫ সালের মধ্যে টিবি মুক্ত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের মূল ভাবনাকে সামনে রেখে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিশ্ব বন দিবস উপলক্ষে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার উপস্থিতিতে অক্সিজেন পার্কে বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ: আজ বিশ্ব বন দিবস উপলক্ষে শালবাগানে অক্সিজেন পার্কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ও দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিশ্ব বন দিবস উপলক্ষে শালবাগান অক্সিজেন পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এই দিবসটিকে আনুষ্ঠানিক নির্ভরতা না করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সম্পদ সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করতেন না পারলে বন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সামান্য কিছু বন কর্মীকে দিয়ে এই বিশাল সম্পদ রক্ষা করা তখনই সম্ভব হবে যখন জনগণ বুঝতে সক্ষম হবেন যে বন আমার নিজস্ব সম্পদ একে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। এ ধরনের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের শামিল করলেই চলবে না শিক্ষক প্রফেসর এবং বন সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন তাদেরকেও শামিল করতে দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী।

১৫০ জন টিবি রোগীকে দত্তক নিয়েছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের দেড়শ জন টিবি রোগীকে দত্তক নিয়েছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার সদস্যরা। প্রধানমন্ত্রী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে টিবি রোগ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে শুরু হয়েছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, প্রত্যেককে একজন করে টিবি রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে। প্রত্যেক রোগীকে ওষুধ ছাড়াও প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা মূল্যের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে এবং নিয়মিত চিকিৎসার খোঁজ খবর নিতে হবে। যারা টিবি রোগীদের এই দায়িত্ব নেবেন, তাঁরা হবেন "নি-ক্ষয় মিত্র"। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার সদস্যরা ১৫০ জন টিবি রোগীর দায়িত্ব নিয়েছেন। শুক্রবার হেপাটাইটিস

ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার ইন্দ্রনগরস্থিত কেন্দ্রীয় অফিসে এক অনুষ্ঠানে আগরতলা শহর ও শহরতলীর ৬৬ জন টিবি রোগীর হাতে প্রথম মাসের ফুড বাস্কেট তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এন এইচ এমের টিবি নির্মূলীকরণ প্রোগ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ডা নুপুর দেববর্মা, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার ডিরেক্টর প্রফেসর ডা প্রদীপ ভৌমিক, জিবি হাসপাতালে ডেপুটি মেডিকেল সুপার ডা মনিরুল ইসলাম প্রমুখ। ডা ভৌমিক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে টিবি মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা সফল করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এই অভিযানের সাফল্য ইতোমধ্যেই বিশ্বের নজর কেড়েছে। ২০১৫ থেকে ২০২৩ পর্যন্তসময়ে দেশে টিবি রোগের প্রভাব ১৭.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ডা ভৌমিক আশা ব্যক্ত করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে দেশ অভিষ্ট লক্ষ্যে সফল হবে। ডা নুপুর দেববর্মা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas